এলাহাবাদ

গো-রক্ষিণী সভা হইতে—

মহামাননীয় এবং অসীম ভক্তি ভাজন,—শ্রীযুক্ত শ্রীমান স্বামী মহোদয় যে পত্র লিখিয়াছেন, সাধারণের বিদিতার্থে গো-জীবনের মুখ-বন্ধ স্বরূপ অবিকল প্রকাশ করা হইল।

The Cow Memorial Fund Central
Committee Honorary Secretary's
office ALLAHABAD.
Dated 10th January 1889.

মহাশয়!

আপনার ২১শে পৌষ তারিখের পত্র যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তে বিশেষ সুখলাভ করিলাম। আপনার প্রস্তাব গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে আমার নিকট পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনার "গো-মাংস" বিষয়ক প্রস্তাবটি যাহা শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইব। মহাশয়ের ন্যায় সজ্জন লোকের দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইতেছে, তাহা আমারমত ক্ষুদ্রজনের বলা বাহুল্য মাত্র। ভরসা করি আপনি মধ্যে২ গো-হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া আমার উপদেশকের পদ গ্রহণ করিবেন। ইহাই নিবেদন ইতি তারিখ ১০ই জানুয়ারি ১৮৮৯

অনুগত
শ্রীশ্রীমান স্বামী

হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়

সমীপে—

বিনীত ভাবে নিবেদন।

আশা ছিল, ভারতের প্রতি হস্তে গো-জীবন অর্পণ করি। অবস্থার গতিকে তাহা পারিলাম না। করুণাময় ভগবান কৃপায় মাত্র দুই হাজার গো-জীবন আপনাদের পবিত্র হস্তে অর্পণ করিতেছি; গ্রহণ করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন।

গো-জীবনের চির অরি, প্রতিবাদকারী মহাত্মগণ, গো-জীবনে সুতিক্ষ্ণ ছুরিকা সম লিখনি আঘাতে যে প্রকার ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বস্ব মত প্রকাশ করিলে; পরম প্রীতিলাভ করিব।

১২৯৫ সন
২৫শে ফাল্গুন

আজ্ঞাবহ—চির কিঙ্কর
মীর মশার্‌রফ হোসেন
শান্তিকুঞ্জ—টাঙ্গাইল।

উৎসর্গপত্র

পঞ্চবিংশতি কোটী

ভারত সন্তান করে
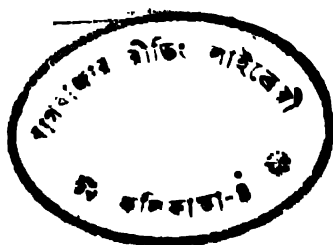
গো-জীবন

সমর্পণ করিলাম।

বিনয়াবনত

লেখক
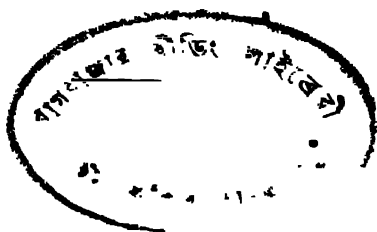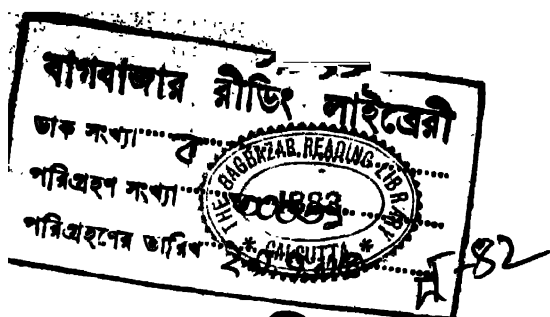
(গো-জীবন।)

প্রথম প্রস্তাব।

গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা।

ভারতের অনেক স্থানে গো বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজি, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মোসল্মান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এসময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসল্মান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটীর গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী,

দুগ্ধপায়ি গো বংশের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছি যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাব-বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি কোন মোসল্মান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহ্মদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" দুইটী কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যজ্য। একথাও স্বীকার্য্য যে—গো মাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্ব মাংস ও অন্য মতে (সাফি) হালাল। আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না; স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মকরুহ) আবার ঐ সাফি মতে জল জন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তচ্ছলে একথা বলিতে পারি যে রজকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র ধৌত সময় ডুবিয়া থাকে সাফি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্য পদটুকুও জল মধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝল সা, পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করিয়া উদরে ফেল, কোন চিন্তা নাই; কখনই পাপের খাতায় নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই

হইবে, গো মাংস গলাধ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য,—যথা বরাহ—সে বিষয় পবিত্র কোরাণশরিফে স্পষ্ট ভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইওনা" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক "জাহান্নাম" তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসল্মানি থাকিবে না, মহা পাপী হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—একথা কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক অছে। ঘোড়া খাইতে পারি,—খাইনা। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষিণা; যে ছাগিতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই "আল্লাহ আক্‌বার" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রষণা পরিতৃপ্ত আশয়ে তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোর্মা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উঁট এদেশে নাই থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহীষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গো জাতীর গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাদ্য

থাকিতেও কি গো মাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহীষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস সকলিত চলিতে পারে? এসকল খাইলেওত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গো দুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়েরত দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গোরস মায়ের উদরে না গেলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ পাই কৈ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্বেও অনেকেই গোরসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মষ্টান্নে, পক্কান্নে সদ্যজাত নব শিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না, দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটী খাদ্য নিদৃষ্ট নাই যে, সুধু সেই খাদ্যটী খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

গোরসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। সুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি প্রাণ সঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন সেই দুগ্ধের মূল গো ধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে!! কালের মাহিত্বে যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার করি, মাংস খাইতে শিখিয়াছি বলিয়া যদি দুগ্ধের কথা আর মনে না করি, তত্রাচ উপকারী পশুর প্রতি সদয় ভাবে সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে ক্ষতি কি? বড় হইয়াছি আর

দুধের ধার কে ধারে? কিন্তু এদেশে গো জাতীর সাহায্য ব্যতীত বলুনত কোন রূপ খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে? কখনি না। যে খাদ্যই প্রস্তুত করিবে গো জাতীর উপাসনা করিতেই হইবে। এদেশে অন্য কোন পশুর দ্বারা ভূমি কর্ষণের প্রথা প্রচলিত নাই। কাজেই বলদের দরকার। প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক? এহেন গোরক্ষক মারিয়া, কাটিয়া, গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে, অন্য খাদ্যের আশা আর থাকে কোথা? মানিলাম—বুদ্ধি খাটাইয়া, বিনা বলদে ভূমি আবাদ করিতেও ক্ষমতা আছে,—কল কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে, কিন্তু একাধারে এত গুণ আর কাহার? সে অপরিসীম গুণ সকল কিকরিয়া ভুলিয়া যাই। কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়া গোজাতির অসীম গুণ ভুলির। ভ্রাতাগণ! আমিত কিছুই দেখিতে পাইনা। ভ্রাতঃ! জগতে কাহার বিষ্টার কে করে আদর করিয়াছে? আমরা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি, কিন্তু যথার্থ হিন্দুগণ ঐ বিষ্ঠারই বা কত আদর করেন? শুষ্ক বিষ্ঠা কি আর আমাদের আদরের নহে? গো মূত্রেও উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত জীবনেই সম্বন্ধ। যত উপকার, যত সাহায্য, যত লাভ, দেহে প্রাণ থাকিতেই সম্ভবে,—মানব জীবনে আশাও তাহাই। কিন্তু ভাই! গোজাতী মরিয়াও আমাদের উপকার সাধন করিতেছে। আহা! প্রথম দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, পরে শরীর খাটাইয়া তোমার সংসার চালাইল, মরিয়াও তোমার

সহস্র প্রকার উপকার করিল,—গায়ের চামড়া দিয়া তোমার পদ সেবা করিল—আর চাও কি? তাহার সরীরের শিরাই কি ফেলিবার জিনিস। অস্থির দ্বারা তোমারই প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। অকর্ম্মা অস্থি গুলির কথাই কি ভুলা যায়। নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিস্কার করিয়া তোমারই খাদ্যের সুবিধা করিতেছে। এত উপকারী যে, তার গলায় ছুরি দিতে মনে কি একটুকুও দয়ার সঞ্চার হয় না? উদর পরিপূর্ণ করিবার বিস্তর জিনিস আছে। নানাবিধ মাংস আছে, মৎস্য আছে, যত ইচ্ছা তত খাও, কিন্তু উপকারী পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিওনা। ভাইরে! তাহার জীবনের কণ্টক হইও না।

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসল্মান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন, উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গি যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘর কান্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়েনা। প্রাণের হানিও বোধহয়—হয় না। এঅবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়

সে ত্যাগে ক্ষতি কি? ভাইরে। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দুর সহিত বাস না হইয়া, যদি খৃষ্টানের সহিত বস-বাস হইত, আর তাহাদের প্রতি ঘরেং—আমোদে আহ্লাদে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পথে ঘাটে, মাটে, বাজারে—প্রকাশ্য স্থানে শূকর বধ হইত, তাহা হইলে আমাদের দশা কি ঘটিত? ঐ মহানগর কলিকাতায় নিউমার্কেটে এখন যে প্রকার গো মাংস বিক্রয় হয়, ঐরূপ যদি শূকর মাংস বিক্রয়ের দোকান খুলিত তবে আমাদের মনে কি ভাব হইত? কি কথা মনে উঠিত! তাহা কি ভাবা যায়,—না মুখে বলা যায়। তবে রাজ বিধিতে সকলের মাথাই নওয়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনের আগুণ মনেই জ্বলিতেছে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগত পারাধীন,—মন স্বাধীন। আমাদের রাজার চক্ষে শূকর, গরু উভয়েই সমান। কাযেই তাঁহাদের মনে হিন্দু মোসল্মানের মর্ম্মাহত কোন বিষয়, ধারণা নাও হইতে পারে। তাই বলিয়া কি আমরা বুকের ছাতী ফুলাইয়া রাজ বিধিতে বারণ নাই—গোবধে দণ্ড নাই বলিয়া, ভ্রাতার মনে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিব? আমার মতে একথা কথই নহে। কাজে আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু মোসল্মানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।—পরস্পর কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারে না। জগত যত দিন—সম্বন্ধও ততদিন। এমন গুরুতর সম্বন্ধ যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মনে ব্যথা দিতে আমাদের মনে কি একটুকু ব্যথা লাগেনা।

প্রস্তাব উপসংহার কালে আর একটী কথা মনে পড়িল।
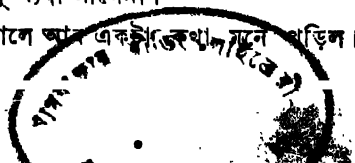
তাহার মীমাংসা না করিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না। মোসল্মান ভ্রাতাগণ যদি বলেন, উপকারী জনের উপকার মনে করিয়া, কি—হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্ম্মাঘাতের কথা স্মরণ করিয়া, গোবধ যেন বন্ধ করিলাম; কিন্তু জগতের একমাত্র সহায়, বল, আশ্রয়, যাহা কিছু বল, সকলি ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সার—ধর্ম্মই মূল। সেই ধর্ম্ম, সেই এশ্লামধর্ম্মে বলিতেছে কোরবাণীকর। মানিলাম বিধি আছে, সে বিধি লঙ্ঘনের উপায় নাই—তাহা যথার্থ। কিন্তু ভাই! সেত বৎসরের মধ্যে এক দিন মাত্র। তাহা হইলেও অনেক মঙ্গল। অতিকম হইলেও সমগ্র ভারতে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার গোধন পাকস্থলিতে মজিয়া যাইতেছে। অতিকম হইলেও হাজার গোবৎস্য কেবল স্বরুয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, এগুলিত রক্ষা পাইবে। অনুমানের কথা নহে—কল্পনারও চিত্র নহে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি নির্দ্দয় কসাইগণ যে সময় সেই একপক্ষ, কি মাসেক বয়সের গোবৎসগণের পা বান্ধিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া মাথায় করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যায়, তখন মানুষ মাত্রেরই চক্ষে জল আইসে,—হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। আহা! গোবৎসগুলির সেই সময়ের কাতর রব শুনিলে মনে যে কত ব্যথারই উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই—কি করি। যাক্ সে চিন্তা, সেকথা বৃথা!! যে কথা বলিতেছিলাম, বৎসরে এক দিন কোরবাণী না দিলেই নহে। ইহা স্বীকার্য্য। মোসল্মান মাত্রেরই একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু কোরবাণীর কারণ কি? কেন

কোরবাণী (বলি) প্রথা প্রচলিত হইল, ইহার গুঢ়তত্ব প্রতি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় মোসল্মান সমাজের একবার দৃষ্টিকরা আবশ্যক। সাধারণে জানে যে "ইদজ্জহায়" গরু কোরবাণী না করিলে ধর্ম্ম বজায় থাকে না। মোসল্মানিত্ব রক্ষা পায় না— এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি শাস্ত্র দ্বারা দেখাইব,—প্রমাণ করিব যে, গরু কোরবাণী নাদিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে। মোসল্মানিত্বও অটল ভাবে থাকিতে পারে।

অতি প্রাচীন কালে হজরত এবরাহিম খলিলল্লাহ্, এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন "এবরাহিম! আমার নামে বলি দাও" প্রাতে এবরাহিম একশত উঁট বলি দিলেন। রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঈশ্বর বলিতেছেন এবরাহিম! তোমার বলি গ্রহণ হয় নাই। বলি দেও। পরদিন মহাঋষি এবরাহিম পুনঃরায় শত উঁট বলি দিলেন। বিধাতার লীলা বুঝিতে সাধ্য কার? তৃতীয় রাত্রে পুনঃরায় স্বপ্ন দেখিলেন, ঈশ্বর বলিতেছেন, "এবরাহিম তোমার বলি গ্রহণ হয় নাই।—বলি দেও। ঘোর তপস্বী এবং ঈশ্বর ভক্ত এবরাহিম স্বপ্নাবেশেই মহাভীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! এদাস আজ্ঞার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতেছে না। তিন দিনে তিনশত উঁট বলি দিয়াছি, গ্রহণ হইল না। এইক্ষণে আমি কি বলি দিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করি। বলির উপযুক্ত আমার আর কি আছে? উত্তর হইল, এবরাহিম্! তোমার বিশেষ ভালবাসা যে, তাহাকে বলি দাও।—অর্থাৎ তোমার সন্তানকে বলি দাও। চিরভক্ত এবরাহিম প্রাতে উঠিয়া প্রথম

স্ত্রীর নিকট, শেষে স্মাইল (পুত্র) নিকট ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ করিতেই তাঁহারা মহানন্দে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। তখনি এবরাহিম, স্মাইলকে স্নান করাইয়া ধোতবস্ত্র পরাইয়া গায়ে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে পুত্রসহ কোরবাণী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রের গলায় ছুরি বসাইতেই দৈববাণী হইল, এবরাহিম! তুমি ধন্য—তুমি যথার্থ ভক্ত। কিন্তু এবরাহিম! জগত বঁড় কঠিন স্থান, মায়া বসে সকলেই মোহিত। পুত্রের গলদেশ বিনির্গত রক্তের ধার দেখিয়া—সে বদনমণ্ডলের বিকৃত ভাব চক্ষে দেখিয়া তোমার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হইলেও হইতে পারে। তোমার অটল ভক্তির কথঞ্চিত পরিমাণ টলিলেও টলিতে পারে। তাহাতেই আদেশ হইতেছে যে, তুমি বস্ত্র দ্বারা চক্ষুঢাকিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার এ কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ জলন্তভাবে চিরকাল দেদিপ্যমান থাকিবে। এবরাহিম তাহাই করিলেন। বলির পর দেখিলেন যে, স্মাইল মহাজ্যোতি স্বরূপ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সম্মুখে একটা "দোম্বা" পড়িয়া আছে, রক্তের ধার ছুটিয়াছে। সেই দিন হইতে কোরবাণীর সৃষ্টি। এপর্য্যন্ত মোসল্মান জগতে প্রচলিত, ধর্ম্ম গ্রন্থে উল্লেখ, সুতরাং কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ঘটনা "মক্কা" হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে। এখন কথা এই যে, প্রথম কোরবাণী দোম্বা। আরব দেশে আজ পর্য্যন্ত দোম্বাই অধিক পরিমাণে বলি হয়, উঁটও বলি হইয়া থাকে। আরবে কেহই গরু কোরবাণী করে না। ধর্ম্মের গতি বড় চমৎকার!

পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদ, নদী ছাড়াইয়া মোসল্মান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কোরবাণীও আসিয়াছে। এদেশে দোম্বা নাই—দোম্বার পরিবর্ত্তে ছাগল, উঁটের পরিবর্ত্তে গো, এই হইল শাস্ত্রকার দিগের ব্যবস্থা। এখন বুঝিলেন? পাঠকগণ! বুঝিলেন কেন একথাটা এই প্রস্তাবে সংযোগ করিলাম। গরু কোরবাণী না হইয়া ছাগলও কোরবাণী হইতে পারে। তাহাতেও ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ইহার পরেও একটী কথা আছে যে, এক গরুতে সাতটী লোকের কোরবাণী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, একটী ছাগলে একজন ভিন্ন দুই জন নিষেধ। কাজেই ব্যয় লাঘবে গরুই অগ্রগণ্য। কিন্তু ভাই! একথার আপত্তি তুলিয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবেন না। কোরবাণীর গরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রকার, একটী গরুর মূল্যে ২৫টি ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। তুমি বৎসর বৎসর যে ২।৩ টাকার মধ্যেই সারিয়া থাক। আবার সে ২।৩ টাকার ক্ষতি, চামড়া বিক্রয় করিয়াই পূরণ কর। বিনা ব্যয়ে ধর্ম্ম রক্ষা। লাভের লাভ তস্য লাভ মাংস। এক যাত্রায় তিন লাভ—ধর্ম্মরক্ষা, অর্থরক্ষা, উদর রক্ষা। যাহা হউক আর বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না সকাতরে প্রার্থনা যে, গোকুল বিনাশক, এবং গো খাদক নামে যেন আর আমরা অভিহিত না হই। চেষ্টা করিলে উভয় কুলই রক্ষা হইতে পারে।

দ্বীতিয় প্রস্তাব।

গোধন কি সামান্য ধন ?

গোধন কি সামান্য ধন ? চতুষ্পদ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত বলিয়া কি গোজাতিকে সামান্য পশু বলিয়া মনে করিব ? অকর্ম্মন্য পশু গুলিকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, সেই চক্ষে কি গোজাতিকে দেখিব ? মনে কি বলে। মোসল্মান ভ্রাতাগণ ! মনের দ্বার খুলিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বলুনত—মনে কি বলে ? দোহাই আপনাদের পিতা মাতার, মনে এক মুখে আর বলিয়া, স্বস্ব মতের পোষকতা করিবেন না। চর্ম্ম-চক্ষে যাহা দেখিতেছেন, গোজাতির দ্বারা যত প্রকার উপকার পাইতেছেন, একে একে সেই কথা গুলি মনে করিয়া মনের কথা বলুনত গোধন কি সামান্য ধন ? গোজাতি কি সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শাস্ত্রে গোজাতির গুণের কোন কথা উল্লেখ নাই। অন্যান্য “ হালাল ” পশু শ্রেণী মধ্যে কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। শাস্ত্রে গোজাতির গুণাগুণ বর্ণন নাই বলিয়া কি সামান্য পশু ছাগল, ভেড়ার সহিত গোধনের তুলনা করিব। হরি ! হরি ! সেই দীর্ঘকায় উঁটের সহিত কি ইহার সামঞ্জস্য দেখাইব ? যদি শ্লামধর্ম্ম-রবি প্রথমে ভারতেই উদয় হইত, যদি মোসল্মান ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ প্রথমে বঙ্গেই প্রকাশ হইত, যদি নুরনবী হজরত মহম্মদ মস্তফার অভ্যুদয় ভারতের কোন অংশে হইত, তবে বোধ হয় গোজাতি সামান্য পশু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত না

তিনি বিড়ালকে আদর করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত মোসল্মান সমাজে সেই আদর, অতি আদরের সহিত রহিয়াছে। কুকুরকে ঘৃণা করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কুকুর ঘৃণিতই রহিয়াছে। আরবে উঁটের যত আদর ভারতেও গোকুল সেই প্রকার আদরের ও যত্নের বলিয়া বর্ণিত হইত।—পবিত্র কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কে ভাবিয়াছিল সোহিত সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসল্মান ধর্ম্ম পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসল্মান ধর্ম্ম সমস্ত ভারতে বিস্তারিত হইয়া পড়িবে কে ভাবিয়াছিল যে, মোসল্মান জাতি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুর সহিত একত্রে বাস করিবে।—পরস্পর আত্মীয়তা ঘটিবে। একের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্যকে থাকিতে হইবে। একাত্মা এক প্রাণ হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিশাল দামিনী নিশার অবসান হইলেই পরস্পর দেখা শুনা ঘটিবে? তাহা হইলে বিধি হইত, ব্যবস্থা হইত, গোজাতির উপকার বিষয় বর্ণিত হইত। দেশভেদে শাস্ত্রের প্রভেদ, জল বায়ুর গুণাগুণে আহার বিহার পরিচ্ছদের বিভেদ, যদিও ইহা শাস্ত্রের কথা নহে। কিন্তু যুক্তির আয়ত্ত, এবং কারণের অন্তঃভূত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাস্ত্রে যেমন গোজাতির বিষয়, বিশেষ রূপে কোন কথা লিখা নাই, অন্যান্য পশু সম্বন্ধেও লিখা নাই।—আছে কেবল উঁট আর দোম্বার কথা।—যাহা ভারতের নিষ্প্রয়োজন, যাহা বঙ্গের অপুচ্ছ ও তুচ্ছ। ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে,—সহজ জ্ঞানে ইহাতেইত বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনানুসারে বর্ণনা, আবশ্যকানুসারেই পবিত্রতা।

দৃষ্টান্ত স্থলে আরও কিছু বলিব। শাস্ত্রে কোন কথা নাই, বর্ণনা নাই, নামটিও নাই; করিলে শাস্ত্র মতে বোধহয় পাপও নাই। এমন শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য কি আমরা করি না? সকলই করিয়া থাকি। খাদ্যাদি সম্বন্ধেত প্রথম প্রস্তাবেই বলা হইয়াছে, ২য় বার বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক! অন্য বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি, ভ্রাতঃ মোসলমানগণ! বলুনত মোসলমান হইয়া ধুতি চাদর ব্যবহার করা কোন হাদিসে আছে? একি দেশ প্রথা নহে? গুড়গুড়ি কি পেঁচাওনলের বাহার দিয়া সুগন্ধিযুক্ত তামাকের ধূম পান করা কোন্ বিধি সঙ্গত? লাল রঙ্গের নাগরা জুতা কি কাল রঙ্গের চড়াতোলা জুতা ব্যবহার করা এটা কি? বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় পোতে গমনাগমন করার বিষয় কি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে? টেলিগ্রামে, টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদান করা কি শাস্ত্রের বাহিরের কার্য্য নয়? বিলাতি দেশালাই বুঝি কোন মোসলমান ভ্রাতা ব্যবহার করেন না? কি পরিতাপ! হায়! হায়! কি দুঃখের কথা! মানচেষ্টারের বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতে হইবে একথা কি শাস্ত্রে লিখা আছে? কেবল শাস্ত্রে গোজাতির কোন প্রকার উপকারের কথা লিখা নাই বলিয়া কি তাহার উপকারিতার বিষয় স্বীকার করিব না? যাহা পুরুষ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, চক্ষে যাহা দেখিতেছি, অন্তরের শিরায় শিরায় যাহার প্রমাণ পাইতেছি, প্রতি শোণিত বিন্দুতে যাহার শাক্ষ্য দিতেছে, তত্রাচ বলিব যে গোজাতির বিষয় শাস্ত্রে কোন গুণের কথা লিখা নাই। গরুর গুণ কেন স্বীকার করিব? কেন গো-

বধে ক্ষান্ত হইব ? আমাদের পক্ষে গো, বৃষ, ছাগ, মেষ, হরিণ, সকলি সমান। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! আমি শাস্ত্র কার্য্য করিতে বলিব -বলিতে সাধ্যও নাই। শাস্ত্র রক্ষা করিয়া উপকারী জনের প্রত্যুপকার করা মনুষ্যেরই কার্য্য। পশুরাই প্রত্যুপকার করিতে সহজে স্বীকার হয় না। হিংস্রক জন্তুরাই প্রত্যুপকারের পক্ষপাতী। মনুষ্যে কেন প্রত্যুপকারের প্রতিদ্বন্দী হইবে ?

নরাধম কসাইগণই গোহত্যা করে। "কাচ্চাব" শব্দ হইতে কসাই হইয়াছে, কাচ্চাব শব্দের ভাবার্থ ব্যবসাদার। বেস ত, কসাইগণ ব্যবসা করে, শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য করে, তবে সে কসাই নামে অভিহিত হয় কেন ? সে কথার আমাদের মনে আঘাত লাগে কেন ? আজ হইতে মনের ভাব ফিরাইতে হইল। কারণ—কসাই শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য করে না, ব্যবসা-দার—ভাল কথা, বড় মিষ্ট সম্ভাষণ। পাঠক! মোসল্মান কবিগণ পারস্য ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন? যে গোহত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়াছেন তাহা নহে। যাহার অন্তরে দয়া, মায়া, মমতা, কিছুই নাই, পর দুঃখ যাহার হৃদয় কাতর নহে, ব্যথা বোধ না করে, তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন, সে সঙ্গেই পাপ হৃদয়ের, কসাই হৃদয়ের—তুলনা করিয়াছেন। মোসল্মান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ! শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য বলিয়া তাহারা কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই। মহাঋষি, যোগী, ঘোর [illegible] করেন নাই। কসাই নীচ, অতি [illegible] মনুষ্য [illegible] মধ্যে

পরিগণিত করেন নাই। গো-জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান. এত শাস্তি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু গো-খাদককে কেহ কিছু বলেন নাই। কি ভ্রম! কি ভ্রম! আহা! কসাই কি নিজ উদর, গো-মাংস দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে গো হত্যা করে? আপন সন্তান সন্ততী পরিবারগণের রসনা পরিতৃপ্ত হেতু ইকি নিরীহ, গোজাতির গলায় ছুরি বসাইয়া থাকে? যাহাদের জিহ্বা গো মাংসের জন্য লালায়িত, যাহারা গরু হজম করিতে পটু, তাহারা কসাইয়ের ঠাকুর-দাদা। যদি খাদক না জোটে, তবে খাদ্যের আমদানি কে করে? নিজের খাইয়া কে বনের মহীষ তাড়ায়! মোসল্মান ভ্রাতাগণ! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, কথাতেই কথা বাড়ে. তর্কস্থলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, এইত এখনি একটী কথা আসিল। যদি মোসল্মান কবি কি লিখক মহামতিগণ কসাইকে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে দূরীভূত না করিতেন, তবে আজ এই অধমের সামান্য লিখনি গো খাদক ভ্রাতাগণের মস্তকের উপর সঞ্চালিত হইত না। ন্যায্য কথা লিখিয়া স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের মনে ব্যথা দিতাম না। তাঁহারা গো মাংস পোড়া উদরের সেবায় না লাগাইলে কসাই মহাশয় কখনি গোহত্যা করিতেন না। কসাই নামেও সম্বোধিত হইতেন না।

পাঠকগণ! মোসল্মান শাস্ত্রে গোজাতির গুণের ব্যাখ্যা নাই—সুতরাং সাধারণ পশু মধ্যে পরিগণিত।—উদরের পোষণে দোষ কি? একথাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই। অত্রস্থ কোন মৌলবী মহামতির কথার আভাষে

বুঝিয়াছি যে, ঐকথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐকথাটুকু আশ্রয় করিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধ্য। ধর্ম্মের দায় দিয়াই গোজাতির সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রগণ্য।—প্রতিবাদ করিবেন। ভ্রাতাগণ আমিও প্রতিবাদ প্রার্থনা করি! কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভা সমিতির ভয়ে, এঅত্যাচার, অন্যায়াচার, হৃদয় বিদারক, মর্ম্মাহত, ভীষণ—মহা ভীষণ ব্যাপার স্বরূপ—গোহত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমের লিখনি ক্ষান্ত হইবে না। সেই কৃপাময় ভগবান কৃপায়, গোকুল রক্ষা করিতে লিখনি যে সঞ্চালিত হইয়াছে যতদিন ইহার শেষ না হইবে ততদিন সমান ভাবে চলিবে। আজ যদি সেই প্রাচিন নগর ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে গো খাদক সম্রাটকে দেখিতে পাইতাম, কাজী সাহেবের দোর্‌রার্ (চাবুক) ভয় আমার থাকিত, তাহা হইলে এপ্রস্তাব জন সাধারণের গোচর করা দূরে থাকুক, মুখে আনিতেও পারিতাম না। এব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশসিংহ ইহার শাসন কর্ত্তা, ন্যায্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই—ভয়েরও কোন কারণ নাই। সুতরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে। আমার বোধ হইতেছে স্থানীয় মোসল্মান ভ্রাতাগণ ঐ এক কথা বলিয়াই সরিয়া পড়িবেন, আমার প্রস্তাবের সত্যাসত্য বিষয়ে কোন রূপ আলোচনা বোধহয় না করিলেও করিতে পারেন। যাহা হউক গোজাতীর উপকারিতা বিষয় হিন্দু শাস্ত্র সংগত মাত্র দুইটী বচন সহায়ে সাধারণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্রে এবং করজোড়ে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভ্রাতাগণ

আপনারাও কি এ সময় নীরব থাকিবেন? আমার প্রস্তাবে পোশকতায় লিখনি সঞ্চালন করিবেন না? অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু মোসল্মান একত্র হইয়া গোধন রক্ষার জন্য কত কি উপায় করিতেছেন। টাঙ্গাইল মহকুমার হিন্দু ভ্রাতাগণ! এবিষয় কি একবারেই নীরব থাকিবেন? অন্যান্য স্থানে হিন্দু মহোদয়গণই ইহার প্রধান নেতা হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, টাঙ্গাইলের সুভ ভাগে তাহার বিপরীত। লিখক মোসল্মান, পত্রিকা খানিও মোসল্মানের; এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যাইবে? হিন্দু ভ্রাতাগণ! ইহা কি আমার আক্ষেপের বিষয় নহে? খাদক রক্ষার কান্না কাঁদিতেছে, "আহমদী" অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, সোণায় সোহাগা মিশিয়াছে। কিন্তু আপনারা নীরব! দেখুন ত আপনার শাস্ত্রে কি বলে।

"লোকে হস্মিনমঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গোহুতাশনঃ
হিরণ্যং সর্পি রাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥
এতানি সততং পশ্যেন্নম স্যেদর্চ্চয়েৎ চেয়ৎ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত তথা চায়ুর্ণ হীয়তে॥"

ব্রাহ্মণ; গো, অগ্নি, সুবর্ণ ঘৃত, সূর্য্য জল এবং রাজা এই অষ্ট প্রকার মঙ্গল পদার্থ সর্ব্বদাই ইহাদিগকে দেখিতে হইবে, নমস্কার করিতে হইবে, অর্চনা করিতে হইবে, আর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। সমান যত্ন করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে, কেননা সকলেই আমাদের মহোপকারী"

আবার দেখুন!

" গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দধিরোচনা।
ষড় মেতদ্ধি মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাং॥ "

গোমূত্র গোময় গোদুগ্ধ গব্যঘৃত দধি এবং গোচনা এই অষ্ট প্রকার দ্রব্য সর্ব্বাই শুভ। হিন্দুর সকল প্রকার শুভ কার্য্যে ইহার প্রয়োজন।"

এরূপ বচন হিন্দু শাস্ত্রে শত সহস্র রহিয়াছে। সে সমদায় বিবৃত করা আমার অনধিকার চর্চ্চা। তবে নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, মোসল্মান তাহার শাস্ত্র বজায় রাখিয়া গোবধ জন্য চিৎকার করিতেছে টাঙ্গাইলের হিন্দু ভ্রাতাগণ নীরব! ভ্রাতাগণ!—জানিবেন ভারতে হিন্দু মোসল্মান একত্র হইয়া একযোগে কোন কার্য্য না করিলে কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। একপক্ষ শতবর্ষ মাথা কুটিলেও ঈশ্বর সদয় হইবেন না। অদ্য এই পর্য্যন্ত!!

তৃতীয় প্রস্তাব।

গো-মাংস।

খাদ্য অখাদ্য, সুখাদ্য।—যাহা সকলেই খায় তাহাই সাধারণ খাদ্য। যাহা কোন মানুষে ভক্ষণ করে না—তাহাই অখাদ্য। রুচি ভেদে, কাহারও অখাদ্য কাহারও সুখাদ্য। কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, ছারপোকা কাহারও সুখাদ্য কাহারও অখাদ্য। গরু কাহারও খাদ্য, কাহারও অখাদ্য।

ছাগ, মেষ, মহীষ বরাহ প্রভৃতি কাহারও অখাদ্য আবার কাহার কাহার উপাদেয় খাদ্য। এই সকল গোলযোগে, যাহা সকল মানুষেই খায়, কি খাইতে ঘৃণা না করে,—কোন প্রকার অসুখেরও কারণ না হয়, তাহাকেই খাদ্য বলিয়া নিদৃষ্ট করিতেছি। অখাদ্য যাহা কোন মানুষে খায় না। সুখাদ্যের কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণে কথা এই—দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাকস্থলির পেষণ শক্তির শক্তি বুঝিয়াই উদর পূর্ণ করা উচিত। আমরা বঙ্গবাসী। আমাদের সাধারণ খাদ্য কি? দশে পাঁচে এক দিন কি কুটুম্ব স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগের আগমন উপলক্ষে আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি, তাহাকে সাধারণ খাদ্য বলিতে পারি না। সদা সর্ব্বদা যাহা খাইয়া থাকি, সেই খাদ্যই যথার্থ খাদ্য। বঙ্গের জল, বায়ু, তাপ এবং মৃত্তিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথার্থ খাদ্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে,—স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে, একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া না উঠিয়া,—গরু খাইতে বারণ করে, এত বড় কথা? ইহাতেই আগুণ না হইয়া—শান্ত এবং ধীরভাবে বিচার করিয়া, ন্যায় চক্ষে তন্নং করিয়া দেখিয়া,—যদি গরু না খাইলে না চলে, আমরাত খাইয়াই থাকি—আর কথা কি? যাহারা এই বঙ্গ রাজ্যে গো-মাংস ভক্ষণ করে না, তাহাদের ও আমাদের কোন বিষয়ে যদি তারতম্য কিপার্থক্য থাকে, কি গো-মাংস প্রভাবে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভবান বা বলবান হইয়া

থাকি, কি কালে হইতে পারিব, তবে গো-মাংস কেন ছাড়িব? এইক্ষণে দেখা আবশ্যক, বর্ত্তমান জল বায়ু, তাপ, সম্ভূত বঙ্গরাজ্যে আমাদের খাদ্য কি গো-মাংস? না—একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। যে মৌলবী সাহেব গো-মাংসের জন্য এত লালায়িত, এক টুক্‌রা গো-মাংসের জন্য যাঁহাদের এত জেদ এত প্রতিবাদ; ধর্ম্মত বলুনত প্রতিদিন দুবেলা কি তাঁহারা তাহা খাইয়া থাকেন? প্রতি সন্ধাই কি গো-মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন? না, প্রতি সন্ধাতেই গো-মাংস-ব্যঞ্জনে, অন্ন রঞ্জিত করিয়া থাকেন? না সপ্তাহে দুদিন কি এক দিন গো-মাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্ত করেন? না প্রতিসন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন? ধর্ম্মের দোহাই—মিথ্যা বলিবেন না। প্রতি সন্ধ্যা গো-মাংস ব্যঞ্জন-পূর্ণ বাটি সন্মুখে দেখিলে মনে কি বলে? চক্ষু কি দেখিতে ইচ্ছা করে? না-হাতে তুলিয়া মুখে দিতে ইচ্ছা হয়? প্রতিদিন যে খাদ্য খাইতেছেন, যথা ভাত, ডাইল, তরকারী, দুধ, মৎস ইত্যাদি। ইহা তৃপ্তিকর ও রুচিকর। প্রতি সন্ধ্যা না হয় প্রতিদিন এই সকল খাদ্যে উদর পরিপূর্ণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন। বলুনত কোন দিন কি ঘৃণা হইয়াছে? না হইবে? যদি গো-মাংস খাদ্য হইত, যদি গো-মাংসই জীবনোপায়ের একমাত্র উপায় হইত,—যদি বঙ্গবাসীর খাদ্য হইত, তবে প্রতিদিন রন্ধনশালায় দেখিতাম, প্রতি সন্ধ্যায় অন্নের সহিত প্রতিযোগীতায় একত্র দেখিতাম, প্রতিগ্রাসে হস্তে দেখিতাম, পাতে দেখিতাম,—মুখে দেখিতাম। চক্ষুও জুড়াইত, মনও

ভাল বাসিত। ইহাতেইত বলি মন স্বাধীন। সে না—লিখকের লেখনিকে ভয় করে, না মৌলবী সাহেবের অযথা ক্রোধে ভয় করে—প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্যেও সহজে ঘটে না। জোর জবরাণে ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেকেনা? যিনি আহার দাতা, যিনি আমাদের রক্ষা কর্ত্তা, যিনি খাদ্যাখাদ্যের সৃষ্টি কর্ত্তা, তাঁহার বিবেচনায় ভুল ভ্রান্তির অতি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষুদ্র অংশও যে আছে, আমি একথা বিশ্বাস করি না। মনযোগ সহকারে একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যায়, তাঁহার অভিপ্রেত ভাব অতি সহজেই জ্ঞান গোচর হয়। তিনিই দেশভেদে খাদ্যের প্রভেদ করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োজিত খাদ্যই আমাদিগের রুচিকর ও তৃপ্তিকর। গো-মাংস খাওয়াই যদি আমাদের কর্ত্তব্য হইত, তবে এত সুস্বাদু ফল মূল শস্যাদি দ্বারা বঙ্গক্ষেত্র পরিপূরিত করিতেন না।—নদী জলেও এত মৎস্য জন্মিত না। যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্য করুণাময় ভগবান তাহা অপর্য্যাপ্ত রূপে দান করিয়াছেন। বঙ্গে থাকিয়া কি ইউরোপীয় দিগের খাদ্যের অনুকরণ করা উচিত? না আরববাসীদিগের আহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উদর পূর্ণ করা বিধেয়? দেশভেদে আহারের প্রভেদ—ইহা অবশ্য স্বকার্য্য।

কাল—অর্থাৎ সময়। বঙ্গবাসী মোসলমানদিগের এমন দুঃসময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, গো-মাংস না খাইলে আর

জীবন রক্ষা হয় না ? এমন কোন সময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, অনাহারে মরি মরি হইয়া, নাখাইতে পারিয়া প্রাণ-পাখি দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়ি উড়ি হইয়া, গো-মাংসে সুধু গো-মাসে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, জীবনী শক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে ? দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমরা কিসের অভাব মনে করি ? কোন্ জিনিসের অভাব জনিত আমাদের কষ্ট বোধ হয় ? অন্নের—না গো-মাংসের ? বরং কোন কোন সময় দুই একজন অর্থশালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে, এবারে জলে মাছ নাই। ডাঙ্গায় গো-মাংস নাই,—একথা বলিয়া কোন্ মৌলবী সাহেব কবে আক্ষেপ করিয়াছেন ? কোন্ ভ্রাতঃ গো-মাসের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন ?—রাজ দ্বারে সাহায্য প্রর্থনা করেন ? ইহাতেও কি বলিব যে গো-মাংস আমাদের খাদ্য, এসময়ে এদুঃসময়ে গো-মাংস [illegible]জীবনের জীবন, শরীর পোষক, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারক।

এখন পাত্র লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম ! খাই গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল। বায়ু সেবন করি ঝাড় জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খড়ো ঘরে। চলা ফেরা করি, সেঁতসেঁতে ভিজেমাটি জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্থি, পেশী শক্তিও তথৈবচ। সাহসেরত কথাই নাই। পাক যন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আর কি বলিব। চাল, ডাল করিয়া সিদ্ধ না হইলেই মারা গিয়াছি।—হাতের জল আর শুষ্ক হয় না। দুগ্রাস বেশী গলাধ করলেই পেট ফাঁপিয়া প্রাণ

আইঢাই করিতে থাকে। পাথর চূর্ণীর পাতা আর লবণের দরকার হইয়া পড়ে; ক্ষমতানুসারে হজমি গুলিরও আশ্রয় লইতে হয়। এমন জীর্ণ শক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুষেরা গো-মাংস ভক্ষণের উপযুক্ত পাত্র না হইয়া আর কে হইবে? গো-মাংস সহজে পরিপাক হয় না। অল্প জালেও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হইলেও টানিয়া ছেঁড়া যায় না। ছিঁড়িলেও আবার দন্তের এমন শক্তি নাই যে, উপযুক্ত মত পিষিয়া সহজে পরিপাকের উপযুক্ত করিয়া দেয়। পাক যন্ত্রেরও পেষণ শক্তি এত প্রবল নহে যে, যথার্থ খাদ্যের ন্যায় উহাকে যথা সময়ে পরিপাক করিয়া ফেলে। গোমাংস খাইলেই, পেটের অসুখ, দাঁতের অসুখ, তাহার পর গায়ের জ্বালা, মুখ কান্তির বিকৃতি, শরীরের লাবন্য হীন,—এত ধরা বাঁধা কথা। তাহার উপর মহাব্যধি। আর চাই কি? দশটি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত লোকের পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয় জন মোসল্মান? দেখুন দেখি কেমন লাভ। এত উপকার যাহাতে, তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ছাড়া যায়? আর একটি কথা বলিয়াই প্রস্তাব উপসংহার করিব। বঙ্গদেশে বাস করি, বঙ্গের চিকিৎসা শাস্ত্র কাফেরের শাস্ত্র তাহাত স্পর্শই করিব না। ডাক্তরই মত ও তাহাই।—এপিট আর ওপিট।—হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে। ইউনান (গ্রীস) নিকটে নাইউক, জল বায়ুর সহিত সমতা না থাকুক তত্রাচ আমরা বাদসার জাত বাদসাই দারু, বাদসাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়। ভাল কথা—আমিও স্বীকার করি। ইউনানে হাকিমি মতের সৃষ্টি, সুতরাং সেই

মতের চিকিৎসা শাস্ত্রই সর্ব্বাগ্রে গণ্য মানিলাম তাহাই মানিলাম। ভ্রাতঃগণ! সেই হাকিমি মতের বস্তুবিচার গ্রন্থে গো-মাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। যদি মূর্খতা দোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, গো-মাংসের গুণাগুণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন তিনি কি বলেন। মলাধারে, হার গাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন মাংসে জন্মিয়া থাকে? বাত রোগের জন্ম কোন মাংসে বেশী হয়? স্বভাবে বাধা দিতেছে, রসনা অরুচির কথা কহিতেছে, মহাপ্রাণী অস্বীকার করিতেছে, চক্ষু দেখিতে বিরক্ত হইতেছে, দন্তব্যাধি গ্রস্ত হইতেছে, পাকস্থলি পরিপাকে অশক্ত হইতেছে।—মনের বিকারেই ভগবানের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তবু বলিব? তবু স্বীকার করিব, যে গো-মাংস বঙ্গবাসীর খাদ্য? ভোগিতেছি, মরিতেছি, স্বচক্ষে ফল! ফল দেখিতেছি. গো-মাংস ভক্ষণের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তবু গো-মাংস জন্য যে জিহ্বা লক্ লক্ করে, যে জিহ্বায় রস পড়ে, ধিক তাহাকে! শতধিক!—

আবার আমার কয়েকটি কথা।

বিগত পৌষ মাসের আখ্‌বারে এস্‌লামীয়া পত্রিকায় "গোমাংস" প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা গো-জীবনে গৃহিত হইল। সমুদায় প্রস্তাব ও প্রতিবাদ পুস্তকা-

কারে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ন্যায় অন্যায় সাব্যস্তে বিচারের ভার পাঠকগণের হস্তে। লিখকের নাম ধাম, পরিচয় জন্য কেহ ব্যস্ত হইবেন না। শীঘ্রই স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইবেন।

যে প্রতিবাদে হিংসার আভাস, দ্বেষের অপছায়া, অপ কথার স্পষ্ট আভা—দেখা যায়, সেখানে লিখক নীরব। কিন্তু এক্ষেত্রে নহে। প্রতিবাদের প্রতি কথার উত্তর পাইবেন। ঈশ্বর ইচ্ছায়, প্রতি ছত্রে ছত্র নক্ষত্র দেখিবেন। এ ব্রিটীস রাজ্য ব্রিটীস বিচার, ধর্ম্মাসনে ন্যায় দণ্ডের নিরপেক্ষ প্রতিভা প্রভাবে প্রমত্ত কুঞ্জরকেও ক্ষুদ্র প্রাণী মশা—হস্তে পরাস্ত হইতে দেখা যায়। কে বলিতে পারে কাহার ভাগ্যে কি আছে? ঈশ্বর সহায়, এলাহী ভরসা, ভগবান রক্ষক।—

গো-দুগ্ধ।

দুগ্ধ জীবের জীবন। বিশেষ মানব জীবনের জীবনী শক্তির অদ্বিতীয় উপকরণ। দুগ্ধের সহিত মানুষের এমনি সম্বন্ধ, যে দুগ্ধ নামেই ভক্তির উদয়—দুগ্ধ নামেই মহাপ্রাণী শীতল। দুগ্ধই যেন প্রাণ, দুগ্ধই যেন জীবনের জীবন,—ভারতবাসীর স্বর্গীয় সুধা। কোন২ দেশে ছাগ, গর্দ্দভ, মহীষ, উষ্ট্র প্রভৃতির দুগ্ধও উদরে স্থান পায়, কিন্তু গোদুগ্ধ আমাদের যত প্রয়োজন, যত প্রকার সুখাদ্যের স্থূল ও মূল উপকরণ, অন্য দুগ্ধ সে প্রকার নহে। বিশেষ, গর্দ্দভ দুগ্ধ সর্ব্বজন মুখ প্রিয়; কি সর্ব্ববাদী সম্মত

নহে। কোন২ পীড়ার মহৌষধ হইলেও শাস্ত্র বর্জ্জিত। সুতরাং গো-দুগ্ধই সর্ব্বাগ্রগণ্য। যে দিন ভারত সন্তান জননীর উদর হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই দিনে, সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানের জীবনী শক্তির শক্তি বৃদ্ধি হেতু গো-দুগ্ধেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। জীবন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা আহারের উপাদেয় উপকরণ হইয়া, নানা আকারে—নানা প্রকারে, অথবা কাহার সঙ্গে মিসিয়া আত্মার বল, হৃদয়ের বল, শরীরের বল, মস্তিষ্কের বল, সবল রূপে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। রাজাধিরাজ মহারাজের সুরঞ্জিত রন্ধনশালা হইতে, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরস্থ ক্ষুদ্র পাক পাত্র পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে, গো-দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছে। ইহার নিকট জাতিভেদ পরাস্ত, ঘৃণা, অরুচি, লজ্জিত; হিন্দু মোসল্মানের নিকট সমভাবে সমাদৃত। সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে; কিন্তু দুগ্ধের নিকট বিধান কর্ত্তার হস্ত সঙ্কোচিত; মস্তিষ্ক অবনত। যে হিন্দু গো-মাংসের কথা শুনিলে কর্ণে হাতদিতেছেন, তিনি গো-রসে মত্ত। আবার যে মোসল্মান গো-মাংস জন্য জিহ্বার জল ফোটায়২ ফেলিতেছেন, তিনিও গো-রসে লালায়িত। দয়াময় ভগবান, সার অংশ, তৈল অংশ, মধুর অংশ, এবং জল অংশ এই কয়েক অংশ দ্বারা দুগ্ধের সমষ্টি করিয়া অপারলীলা দেখাইয়াছেন। সুধু মাংস আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা। এমন কোন খাদ্য নাই যে, সেই একমাত্র খাদ্য গলাধ করিয়া শরীর রক্ষা হইতে পারে,—প্রাণ বাঁচিতে পারে?

সে গুণ সে ক্ষমতা কেবল এক মাত্র দুগ্ধের। পবিত্রতার গুণই বা কত বলিব,—কাফেরের হস্ত হইতে মৌলবী গ্রহণ করিতেছেন, চণ্ডালের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণে লইতেছেন। কাহারও মনে দ্বিধা নাই. কোন রূপ ঘৃণার কথা মুখে নাই। গো-মাংস যেমন, সম্প্রদায় বিভেদে ঘৃণার্হ; তেমনি গো-দুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেরই আদরের। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাও, খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা, অর্থাৎ গ্রহণ বর্জ্জন, এবং রুচি অরুচি. সকলি দেখিতে পাইবে, কিন্তু দুগ্ধ সম্বন্ধে সেই এক কথা, সেই এক মত, সেই এক ভাব। কেহই দুগ্ধের বিরোধী নহে; কোন সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য নহে। স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে শীত গ্রীষ্মে, সর্ব্বকালে সেই স্বর্গীয় সুধা, রুচিকর ও তৃপ্তিকর। যে সকল সাহেবগণ গোকুল নির্ম্মূল করিতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন. তাঁহারাও দুগ্ধকে পবিত্র খাদ্য মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছেন; অন্তরাত্মা শীতল হইতেছে। শাস্ত্রের দায় দিয়া, দুগ্ধের বাটীটি পর্য্যন্ত ধুইয়া উদরে ঢালা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে,—যে সময় "হজরত নূরনবী মোহাম্মদ মস্তফা" সেই অনন্ত কৌশলির অনন্ত লীলায় মর্ত্ত হইতে সপ্ততল বিমান অতি-বাহিত করিয়া পবিত্র অনন্ত-ধামে দয়াময়ের দরবারে, স্বশরীরে বিঘোর নিশীথ সময়ে "বোরাক আরোহণে" (স্বর্গীয় বাহন) অতি মুহূর্ত্তে নীত হইয়াছিলেন। বলিতেও অঙ্গ সিহরিয়া উঠে, সে মহাপবিত্র পুন্য ধামেও দুগ্ধেরই প্রাধান্যের কথা শুনা যায়। প্রিয় প্রণয়ীর অভ্যর্থনা হেতু, পাত্র পূর্ণ দুগ্ধই সম্মুখে

উপস্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! স্বর্গে মর্ত্তে সমান আদর? ধন্য ভগবানের লীলা ও মহিমা।

গোখাদক—কসাইগণ, গো-মাংস পূর্ণ বাটী প্রতিদিন অন্নের সহিত দেখিতে নারাজ। আবার—কিন্তু দুগ্ধ পূর্ণ বাটী, প্রতি সন্ধ্যা আহারের সময় সম্মুখে পাইলে আর রক্ষা নাই—বাটী ধৌত জল পর্য্যন্ত, উদরে স্থান পায়, ও মহা-পরিতোষ জন্মে। শয্যাধরা জরা রোগীর যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন; বলবীর্য্য শালী রণমত্ত বীর পুরুষেরও সেইরূপ আবশ্যক। প্রতিদিন এক ব্যঞ্জন, এক মাংস, এক ডাইল, এক তরকারী একই খাদ্য দ্বারা জীবাত্মার কখনই সন্তোষ জন্মে না,—কিন্তু দুগ্ধ তাহার বিপরীত। অনেক মহোদয়কেই এক সন্ধ্যা দুগ্ধের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়,—গোরস উদরে না গেলে অপকারের কথাও সময়২ শুনা যায়। সামান্য কথায় বলে, যে সাত সন্ধ্যা দুগ্ধ বা দুগ্ধ-সংযুক্ত কোন দ্রব্য না খাইলে, চক্ষের জ্যোঃতি হ্রাস, এবং উদর-তন্ত্রী শুনীরতন্ত্রিত্বে পরিণত হয়। উদর-সেবায়, বন্ধু-সেবায়, দেব সেবায়, সর্ব্ব সেবাতেই গব্য রসের আয়োজন, ও প্রয়োজন। রোগী রোগ শয্যায় শায়িত, মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে, যম দূত দণ্ডায়মান।—চক্ষু জ্যোতিঃ হীন।—তারায় নীলিম রেখা,—জিহ্বা জড়, হস্ত পদ অবশ, নিঃশ্বাসেই আশা,—পরিজন শিয়রে এবং পার্শ্বে ম্লান মুখে। ঔষধে ক্ষান্ত। যম-তড়নায় অস্থির। হৃদয় শুষ্ক, কণ্ঠ নিরস।—হায়রে! সে সময়েও দুগ্ধ-স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। জগত ছাড়িয়া যাইতেছে, প্রাণ-

বিহঙ্গ দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া পালাইতেছে, প্রাচীনেরা ঈশ্বরের নাম করিতেছে, আত্মীয় স্বজনেরা সে নিদারুণ সময়েও রোগীর মুখে দুগ্ধ পাত্র ধরিতেছে। গলাধঃ করিবার শক্তি নাই, গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। বাটী বাটী গো-মাংস ঘরে থাকাসত্বেও চেতনা শূন্য শয্যা ধরা, প্রায় মরা রোগীর মুখে কেহই এক টুক্‌রা গো-মাংস তুলিয়া দিতেছে না। গো-রসই ধারক, বিরেচক, এবং শেষ তৃষ্ণা নিবারক। ভ্রাতঃগণ! বলুন ত? মূলে কুঠারাঘাত করিলে কি আর ফল লাভের আশা থাকে? গোকুল নির্ম্মূল করিলে কি আর দুগ্ধের দ্বারা জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবারণের উপায় থাকে?

সম্পূর্ণ

আখ্‌বারে এস্‌লামীয়া—মাসিক পত্রিকা। টাঙ্গাইলের অন্তঃগত করটীয়া মাহমদীয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রিণ্টার মীর আতাহার আলী, সম্পাদক মৌলবী নইমদ্দীন। ১২৯৫ সনের শ্রাবণ মাসের ৫ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় নিম্ন লিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা।

প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

আহমদীতে গোকুল নির্ম্মূল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নিরব থাকিতে পারিলাম না। আল্লা চাহে এসম্বন্ধে পৃথক রূপে কিছু লিখিব, এবার এস্‌লামীয়ার একটী প্রিয় বন্ধুর প্রেরিত প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়!

গোবধ সম্বন্ধে ভারতের নানা স্থানে বাস্তবিকই আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আপনি বলেন "কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সহিত সংযোগ সুতরাং আমি নিরব" কেবল আহমদীর কোন প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। গোবংশ রক্ষক মহাশয় যে কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। যদি তিনি খৃষ্টীয়ান এবং মুসলমান না হন, তবে আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিদ্বন্দী নহি। যদি বাস্তবিকই তিনি মুসলমান হন তবে তাঁহার প্রত্যেক কথার উত্তর নাদিলে আমরা শস্ত্রানুযায়ী অপরাধী। অতএব তাঁহার প্রত্যেক কথার ক্রমশঃ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। গোবংশ রক্ষক মহাশয় আদৌ গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা শীর্ষক স্থলে ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহার মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতবাসীর উপজীবিকা এবং ধন প্রাণ অধিকাংশ গোজাতীর প্রতি নির্ভর, সেই গোজাতীকে সম্প্রদায় বিশেষের যে একেবারে নির্ম্মূল করার ইচ্ছা আছে ইহা কখনও সম্ভবেনা। কোন কোন জাতী গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়াই যে গো জাতী সমূলে নির্ম্মূল হইবে তাহার কথা কি? গো ধন আজ কাল নূতন আরম্ভ হয় নাই বহু কালাবধি গো ধন চলিয়া এত কাল মধ্যে যখন গোধনের কিছু মাত্র অপচয় হয় নাই তইন তাঁহার আশাঙ্কই বা কেমন! কেহ গো জাতীকে পরম শত্রু জ্ঞানে বংশ নিপাতার্থে বধ করে না। যেমন মাঝে মাঝে গোবধ হইয়া থাকে তেমনই অনবরত গো বর্দ্ধন ও গো জাতীর উন্নতির জন্য শত শত চেষ্টাও হইয়া থাকে। একদিকে আংশিক ক্ষয় অপর দিগে প্রচুর বৃদ্ধি।

২। গোবংশ রক্ষক মহাশয় যে স্বয়ং মুসলমান নহেন তাহা তাঁহার আপন কথাতেই সপ্রমাণিত হইতেছে তিনি বলেন "আমি মুসলমান গো জাতীর পরম শত্রু গো মাংস হজম করিতে পারি ইত্যাদি" এই ভান করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিতেছেন। যিনি মুসলমান হইবেন তিনি কখনই আপন শাস্ত্রানু-মোদিত হালাল বস্তুর প্রতি ব্যঙ্গ জনক উক্তিতে ঘৃণা ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ দ্বারা জানিয়া শুনিয়া কাফের শ্রেণীতে গণ্য হইবেন না। অতএব তিনি মুসলমান নহেন।

৩। তিনি বলেন "পালিয়া পুসিয়া বড় বলদের গলায়

ছুরী বসাইতে পারি, ”। তিনি মুসলমান হইলে অবশ্যই অবগত থাকিতেন যে তাঁহারা কোন প্রকারের বলদের গলায় ছুরী বসাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিষ্ঠ কার্যোপযোগী বড় বলদের গলায় ছুরী বসান না।

৪। মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ করেনা, প্রয়োজন মতে তাহারা বন্ধ্যা গাভী অথবা দুগ্ধ দেওয়ার অনুপযুক্ত গাভী জবাহ করিয়া থাকে। গোবংশ রক্ষক মহাশয় যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিতবাস করিতেন তবে গোমাংস ভক্ষণের প্রণালী বিশেষ রূপে অবগত থাকিতেন। কোরাণে অনেক স্থলে কোরবাণী শব্দ উল্লেখ আছে তৎ পরিবর্ত্তে তিনি “বলি” শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বোধ করি আশৈশব তাঁহার বলি এবং কাটা ছিড়ার অভ্যাস; অতএব তিনি যে মুসলমান নহেন তাহাতে সংশয় কি?

৫। তিনি বলেন “যাহা ন্যায় চক্ষে দেখিতেছি, যে ব্যক্তি মুসলমান শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া আপনিই স্বীকার করিতেছেন ও আবার তিনি সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় বিশেষের অন্যায় প্রতিবাদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যাঁহার আপন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই তাঁহার আবার ন্যায় চক্ষু কোথায়? ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের নৈকট্য সম্বন্ধ

৬। লিখক বলেন, “প্রিয় মৌলবী সাহেব মার্জ্জনা করিবেন”।

মৌলবী সাহেব! আমি আপনাকে মার্জ্জনা করিতে পারি না; আপনে যে বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার

সহিত ধর্ম্মের অনেক যোগাযোগ রহিয়াছে, অতএব আপনি সম্পূর্ণ মার্জ্জনার অযোগ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদি আপনে মুসলমান নাহন তাহাহইলে আপনার প্রবন্ধের উত্তর দিতে বাধ্য নই; যদি মুসলমান বলিয়া দাদি করেন তবে আপনার প্রকৃত মুসলমানীয় দাবির কি সত্ব আছে অগ্রে প্রকাশ করিয়া বলুন তাহাতে যদি আপনাকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া প্রতিতী জন্মে তবে এ সম্বন্ধে ফতওয়া (প'তী) প্রদান করিতে বাধী নতুবা আমার নিরব থাকাই ভাল। মুন্সী সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাই একটুক মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবন করুন।

৭। লিখক বলিলেন প্রিয় মুন্সী সাহেব ক্ষমা করিবেন।

মুন্সী সাহেব। আপনাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না। "আমাদের মধ্যে হালাল হারাম ইত্যাদি" একথা আপনে ব্যবহার করিতে পারেন না। বোধ হয় আপনে গো-মাংস ভক্ষণার্থে মুসলমান ধর্ম্ম নূতন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কথেক দিন পর্য্যন্ত গো-মাংস ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে সাধ্য হয় নাই তাই বুঝি গো-মাংসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন। এমন ব্যক্তিকে কখনই মুসলমান জগৎ প্রতি-নিধিত্বে বরণ করেন নাই যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই লোক সমাজে সমস্ত মুসলমান জাতীর উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে।

৮। গো-বংশ রক্ষক মহাশয়! আপনে মুসলমান বলিয়া দাবি করুন তাহাতে আমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। "রাফিজী" সম্প্রদায়ওমুসলমান বলিয়া দাবি করিয়া

থাকে, কিন্তু শাফী, হানিফী শব্দ উল্লেখ হালাল হারামের বিচারের প্রয়াস পাওয়া আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে শোভা পায় না।

৯। "শাফী, মতে জল-জন্তু মাত্রেই হালাল" এই শাস্ত্র আপনে কোথায় পাইলেন আমাকে দেখাইয়া দেউন। অনেক শ্রেণীস্থ জল জন্তু শাফী মতেও হারাম। বোধকরি আপনিই প্রথম মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া যখন যে জন্তু সম্মুখে পাইতেন তাই ভক্ষণ করিয়া তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিয়া থাকিবেন। শেষ রজকের পায় পড়িয়াছেন।

১০। "শাফী মতে রজকের পদ যতটুক জলে থাকে কাটিয়া লইয়া ইত্যাদি, এমন কথা কোরাণ হদিস এবং মহাম্মদীয় কোনই ধর্ম্ম গ্রন্থে নাই। আপনে কোথা হইতে আনিয়া যোগ করিতেছেন বুঝিতে পারিনা। কোরাণ হদিস এবং মহাম্মদী ধর্ম্ম গ্রন্থে যে বিষয় নাই সেই সব বিষয় আছে বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা কোরানের আয়েত অনুসারে 'ফাছেক, জালেম, কাফের, এবং মহাম্মদীয় ধর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশিত। বোধ করি আপনিই কখন শাফী মতের দায় দিয়া রজকের পায়ের সিদ্ধ পোড়া ভরওয়া, ঝলসা প্রভৃতি পাক আহার করিয়া স্বাদ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

১১। "শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াই-তেই হইবে, গো-মাংস গলাধ নাকরিলে নরকে পচিতে হইবে, বরং যাহা অখাদ্য তাহার নাম উল্লেখে স্পষ্টনিষেধ

বাক্য ' খাইওনা, লিখা আছে, শাস্ত্রে লিখা আছে কি না তাহা আপনার ন্যায় লোকে কিসে জানিবে? আমাদের জন্য গোমাংস হালালই আছে, আমরা তাহাই আহার করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারি। আপনার ভাগ্যে ঘটেনা বিধায় বুঝি আপনে যে স্থানে যে হাড়পান তাহাই চিবাইয়া দন্ত পরিতৃপ্ত করেন। বিশেষ কোন কারনানুসারে কোরাণে তীব্র ভাবে গোবধের আদেশ আছে। আপনার তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য থাকিলে বারান্তে জানাইব। গোজাতী পরম উপকারী জন্তু বলিয়া ভক্ষণ নিষেধ হইলে কোরাণে ও হদিসে তাহার স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা থাকিত। বিশেষ সম্মানি জন্তু মধ্যে গণ্য হইলে কোরাণে উটের ন্যায় উহারও প্রশংসা থাকিত।

১২। " খাইবার অনেক আছে খাইতে পারি খাইনা " খায়না কেন? অপনাকে কে নিশেধ করিতেছে আপনার মনত স্বাধীন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন আপনাকে আমরা হাত ধরিয়া নিষেধ করিতেছিনা। আপনার ন্যায় দুই এক জন আজ কাল হিন্দু সমাজ হইতেও বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের যাহা অভিপ্রায় তাহাই করেন। সমাজের তাঁহারা বড় একটা ধার ধারেন না।

১৩। আপনার বিদ্যা এবং শাস্ত্র জ্ঞানের বুঝি এই পর্য্যন্ত দৌড় " ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপ্‌টপি গিলিতে পারি ইত্যাদি "

এই বুঝি শাস্ত্রের কথা? শাস্ত্রে টিড্ডি খাওয়াও বিধান আছে, আপনে টিড্ডি স্থলে ফড়িং ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রের প্রতি

দোষারোপ করিতেছেন। শাস্ত্রই দোষী না আপনিই দোষী? যখন আপনার যোড়া এবং জোড়া কড়িং এবং টিড্ডি পর্য্যন্ত সম্বন্ধিতে যে কি বিভিন্ন তাহার জ্ঞান নাই তখন আপনে কোন মুখে মহামদী শাস্ত্র সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

১৪। "গোসাপ উদরস্যাং করিতে পারি তবে তাহার নিকটেও যাইনা" পয়গম্বর সাহেব স্বয়ং কখন গোসাপ খাননাই এবং তাঁহার বংশাবলীর মধ্যেও কেহ কখন ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সময়ে আরবের কোন সম্প্রদায় গোসাপ আহার করিতে পয়গম্বর সাহেব তাহাদিগকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে গোসাপ ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং কোথাও স্পষ্ট আদেশ প্রচার করেন নাই।

১৫। গোকুল ছাড়িয়া যে আবার ছাগল লইয়া বসিলেন। আপনে কোথায় দেখিয়াছেন যে মুসলমান গণ দুগ্ধবতী ছাগল জবাহ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কোরাণে নিষেধ আছে যাহারা জাহেল (মূর্খ) এবং ধর্ম্ম বিষয় অনভিজ্ঞ তাহাদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৬। "ছাগলের মধ্যে পাঠাত খাদ্য তাহার দিকে রক্ত দেখিয়া পাঠার দিগে দেখিতে নিষেধ নাই; কেন যে তাহাদিকে দেখিনা তাহা কেনা জানে? পাঠার মাংস স্বভাবতই অতি দুর্গন্ধযুক্ত অথচ এক পাঠার মূল্যে তিন ছাগল পাওয়া যায় বলিয়া আমরা তাহার দিকে তত নজর দেখিনা। কিন্তু অপর বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে তাহার দিকেও দেখিতে নিষেধ

নাই। পাঠার দিকে আমরা ঘেসিনা বলিয়া কি পাঠাকুল রক্ষা পাইয়াছে? কোন সম্প্রদায় যে পাঠাকুলের অনবরত সংহার করিয়া আসিতেছেন তাহাকি আপনার চক্ষে উঠেনা?

১৭। "উষ্ট্র এদেশে নাই থাকিলে তাহার কাছেও যাওয়া যাইতনা। শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়,, উট অতি পবিত্র জন্তু তাহার মাংস অতি পবিত্র ও হালাল কিন্তু তাহা দেখিয়া যে পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়, পবিত্র বস্তুর প্রতি এইঘৃণারূপ মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভার্থে অগত্যা একবার তাহার মাংস ভক্ষণ করা আপনার প্রতি ওয়াজেব (কর্ত্তব্য)। যে বস্তু যে দেশে সহজ লভ্য সে দেশে তাহার ব্যবহার অধিক। উষ্ট্র আমাদের দেশে নাই সুতরাং তাহার ব্যবহারও বিরল; তাইবলিয়া মাথা ঠুকিয়া মরেন কেন? গোজাতী এ দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় কাজেই তাহার ব্যবহার অধিক।

১৮। "মহীষ খাদ্য তাহার নিকট ছুরী হাতে করিয়া যায়কে"? ছুরী হাতে করিয়া কেহ যায়না বটে কিন্তু কোমর বান্ধিয়া জওয়ামর্দ্দির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অলীক আমোদের জন্য শত শত দর্শক মণ্ডলীর সাক্ষাতে অসি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক যে শতশত লোক তাহার দিকে ধাবিত হয় আর বাদ্য ঘণ্টা বাজিতে থাকে ও উলুধ্বনি পড়িতে থাকে তাহা বোধ করি নিন্দক মহাশয়ের চক্ষে বেশ সহ্য হয়।

১৯। "মহিষ, ঘোড়া, বনগরু, ছাগল মৃগ, খরগোশ সকলিত চলিতে পারে একদল খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়; এক

থাকিতে গোমাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন?" ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর মাংস যে ব্যবহার নাহয় এমন নহে। যাহাদের সংখ্যা অল্প ব্যবহারও অল্প। গোমাংস দেখিয়া জিহ্বার জল পড়ে বলিয়া ব্যবহার হইতেছে, এ৩ আপনারই মনগড়া কথা। গোজাতীর সংখ্যা অত্যধিক মাঝে মাঝে তাহার বধ হইলে গোবংশ নির্ম্মূল হওয়ার সম্ভাবনা নাই তদজন্যই বধ হইয়া থাকে। ছাগ প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প তাহাদের অনবরত ধ্বংশে বংশ নিপাত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি নিপাত করা কাহারত উদ্দেশ্য নহে।

২০। "এপর্য্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত ধর্ম্ম গ্রন্থে উল্লেখ সুতরাং কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ঘটনাস্থল "মক্কা" হজরত মহাম্মদের জন্মের পূর্ব্বে" লিখক মহাশয়। কোরবাণীর উৎপত্তির মূল কারণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই; কেবল ঘটনাটী মাত্র প্রকাশ করিয়া নানা প্রকার ব্যাঙ্গ জনক উক্তি করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম সৃষ্টি অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার বিরোধীগণও ইহাকে এমন তীব্র ভাবে আক্রমণ করেননাই। তবে লিখক মহাশয় স্বয়ং মুসলমানী দায় দিয়া কেন যে এস্‌লাম কে বিদ্রূপ এবং উপহাস করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইতেছেন, তাহার বিচার মুসলমান সমাজ করুন।

"এপর্য্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত, লিখক মহাশয়ের মনে বিশ্বাস যে ইহার মূলে কিছুই নাই, কেবল প্রচলিত প্রথানুসারে চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তাহা নাহে মূল

অতি দৃঢ়। "ধর্ম্ম গ্রাহ্ উল্লেখ,. তাঁহার লিখার ভাবে বুঝা যায় যে তিনি এ কথাটী সহজে স্বীকার পাইতেছেন না, কেহ যেন তাঁহাকে বল পূর্ব্বক স্বীকার করাইতেছে। কোরাণ ও হদিসে যে কোরবাণীর কথা উল্লেখ আছে তাহা কি কখন তিনি কর্ণেও শুনেন নাই?

২১। "ধর্ম্মের গতি বড় চমৎকার, পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র নদ নদী ছাড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কোরবাণীও আসিয়াছে,. ধর্ম্ম বাস্তবিকই ধর্ম্ম তাহার গতি চমৎকার না হওয়ার কথা কি? যে ধর্ম্মের নেতা একজন মাত্র সহায় লইয়া আপনার সদৃশ বহু সংখ্যক প্রতি বাদীর মুখের উপর ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হন নাই সে ধর্ম্মের গতি চমৎকার নৈ কি? যখন তাহার গতি চমৎকার তখন তাহাকে পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি সমুদ্র, নদ নদী ছাড়াইয়া ভারতে আসিতে বাধা দিতে পারে এমন সাহসী কে? ধর্ম্ম যখন আসিতে সাহসী হইল তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত অবশ্য তাহার সঙ্গে আসিবে। তাহাতে কোরবাণী দূষি কসে?

গো রক্ষক মহাশয়! নয়ন মুদিয়া মন নিবেশ পূর্ব্বক একটুক চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন যে, তাঁহার আপন মতানুসারে দিনদিন দশ সহস্র গোবধ হওয়া সত্বেও গোবংশের কিছু মাত্র ধ্বংশ বা বিলুপ্ত হয়নাই। ভারতে গোজাতী ভিন্ন আরও অনেক রকমের গ্রাম্য জন্তু আছে (যাহা কোন সম্প্রদায়ের আহার্য্য নহে)।

তাহার সহিত গো পালের তুলনা করিলে কোন্ জাতীর সংখ্যা অধিক হইবে? অনিবার্য্য গো বধ হওয়া সত্বেও ঘাটে, হাটে, মাঠে শত শত গোপালই লক্ষিত হইয়া থাকে, অন্য প্রকারের ১০। ১২ টি পশু বোধ করি লেখক মহাশয় একত্রে একস্থানে পান কি না সন্দেহ। সদ্ব্যবহারের বস্তু কখনই নষ্ট হয়না, বরং উহার উন্নতি এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গো দুগ্ধেই আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে, গোজাতীর পরিশ্রমের উপর এ দেশের কৃষি কার্য্য নির্ভর সেই গোজাতীর উন্নতির এবং বৃদ্ধির জন্য ভারত বাসী মাত্রই সচেষ্টীত। মুসলমানগণ শুধু মাংসার্থে গোজাতীকে সমাদর করিয়া থাকেনা তাহারা বহু বিধ প্রয়োজনায় বোধে গোজাতীর সমাদর করিয়া থাকে। আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করে যে, মুসলমানগণ শুধুই গোজাতীর শত্রু। কোরানে যে ভাবে ও যে চক্ষে গোজাতীকে লক্ষ করার বিধান আছে সে চক্ষে দেখিলে কবে গোজাতী নির্ম্মূল হইত। ভারত বাসী অপর সম্প্রদায়গণ ঘরে ঘরে প্রতিপালন করিয়াও সে ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

"ছুফী সাহেব কিছু মনে করিবেন না.,।

ছুফী সাহেব। আমি কিছু মনে নাকরিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি মোল্লা মানুষ স্বভাবত বিবাদ প্রিয় নহি কাজে কাজেই ক্ষান্ত না থাকিয়া উপায় কি! একটা কথা হটাৎ মনে পড়িল তাহাই জন সমাজে প্রকাশ পূর্ব্বক

প্রস্তাব উপসংহার ও মনের খেদ নিবারণ করি। প্রথম এদেশ যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী দিগের হস্তগত হয় তখন তাঁহাদের আপন ধর্ম্ম বিস্তার জন্য পালে পালে মিসনরীগণ দেশ দেশান্তরে বহির্গত হইয়া সুমিষ্ঠ বাক্য ও গম্ভির স্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক নিচাশয় পামর চেতা হিন্দু আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হেট কোট পরিধান করতঃ সাহেব সাজিলেন। ইহাতেই কি সাহেব হওয়া যায়? না তাহারা এখন এদিকে মিসিতে পারেন না ওদিকে যাইতে পারেন অন্ন বস্ত্রের উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে পুনরায় মিসনারী দিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা বলিলেন যে, তোমারা আপন আপন ধর্ম্মের নিগুঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রচার করিতে থাক, সরকার হইতে তোমাদের অন্ন বস্ত্র করা যাইবেক। তদানুসারে তাহারা আদা জল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদেব ধর্ম্ম বিনাশের প্রাণ পণ চেষ্টা সত্বেও হিন্দু ধর্ম্মের কিছু মাত্র অনিষ্ট ঘটেনাই; সেই রূপ আজ কাল কোন কোন মুসলমান আপন সমাজ এবং ধর্ম্মচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ মানসে যে, তাহার নিগুঢ় তত্ব উদ্ঘাটন করিতে বসিয়াছেন তাহাতে সত্য ধর্ম্মের কিছু মাত্র অপচয় হইবেক না। সত্যের জয় মিথ্যার পতন!!!

মহাশয়! সমাজের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ় একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরিবেন সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ

ঘটিবার সম্ভাবনা। উপসংহার কালে একটী হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন। তাহা নাহইলে আপনার মুক্তি লাভের কোনই উপায় নাই।

ভারতে গোবধ

আজ কাল ভারতে গোবধ সম্বন্ধে প্রচুর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র ভারত-বর্ষ তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়া এই তরঙ্গের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনা ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় গোহত্যা-জনিত দুঃখে বিষম দুঃখিত ও মর্ম্ম পীড়িত। গোখাদক জাতির অত্যাচারে গোকুল নির্ম্মূল হইল, ইহাই তাঁহাদের অর্ত্তনাদের মূলসূত্র। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান দিগের নিষ্ঠুরতাই গোবংশ ধ্বংসের একমাত্র প্রধান কারণ, এইটী তাহাদের যুক্তি। উক্ত ধর্ম্ম ধ্বজীগণের যুক্তি কিরূপ ন্যায় সঙ্গত নিম্নে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

গোখাদক দিগের অত্যাচারে গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে, কোন্ যুক্তি বলে গোকুল রক্ষকগণ এরূপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছিনা। জগতের

অধিকাংশ জাতিই গো-খাদক সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও মধ্যআসিয়ার সমস্ত অধিবাসীগণই গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য। ঐ সকল দেশের গোবংশ ত ধ্বংশ হয় নাই। আর ভারতবর্ষে প্রায় আট শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টীয়ান গণও শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত গোমাংসে উদর পূর্ণ করিতেছেন; কিন্তু কোথায়? এই দীর্ঘকালের মধ্যেও গোকুল উৎসন্ন যায় নাই। আজ উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে গোকুল যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান গণের গোমাংস ভক্ষণের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইলে আমরা এই যুক্তি কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম। বরং মুসলমান দিগের মধ্যে "নিরামিষ ভোজী" নামে এক শ্রেণীর নব্য জীব আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গোবধের মাত্রা অবশ্যই কিছু না কিছু কম হওয়া সম্ভব। যদি গোবধের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহার কারণ অন্য প্রকার ধর্ম্মধ্বজী হিন্দু দিগের মধ্যে অনেকেই গোমাংস ধ্বংসকারী। যদি কেহ একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে চান, তবে সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে রুটী ও কবাবের দোকানে এবং মোগল দিগের "প্রাইবেট রুমে" দুই এক ঘণ্টা কাল দাঁড়াইলে দেখিবেন। দুঃখের বিষয় যাঁহাদের পেটে এখনও গরুর "হাম্বা" রব শ্রুত হওয়া যায়, তাঁহারাও ধর্ম্মধ্বজী নাম ধারণ পূর্ব্বক গোবধের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। মারোয়ারী প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী

গণের মুখে এসব কথা শোভা পায়। মাংস-প্রিয় বাঙ্গালী তাহাদের মুখে এরূপ অযথা চীৎকার শোভা পায় কি? হিন্দু গোঁড়াবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতেছেন; তাহাদের এরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। বাপু হে! আমাদের খাদ্য জিনিস আমরা খাই। তাহাতে তোমাদের বৃথা চীৎকার বরং বৃথা গলাবাজী কেন? আমরা ত তোমাদের গরুগুলি জোর করিয়া আনিয়া বধ করিতেছি না; নিজেরা পালিয়া পুষিয়া আবশ্যক মত তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া তোমাদের কি হইবে? যদিও আমরা জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের এই অযথা অনুরোধ সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করিবেন, তবুও তাঁহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। গোঁড়া হিন্দুদিগকে বলি, তোমরা গোরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে বলিয়া আমাদের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সরল মনে বন্ধুভাবে এ কথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায় আইন কানুনের ও জোর জবরদস্তি কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়! এরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কারণই আর কিছুই নহে। যাঁহারা গোকুল ধ্বংস হইল বলিয়া সপ্তম স্বরে চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গোকুল বৃদ্ধির জন্য কি উপকার করিতেছেন? পূর্ব্বকালে আপনাদের মধ্যে রাজাধিরাজ হইতে সামান্য অধিবাসী পর্য্যন্ত সকলেই গো-পালন করিতেন,

এখন ভদ্র নাম ধারী কয় ব্যক্তি গোপালন করিতে তৎপর। আজ কাল শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, গোজাতির অবনতির তাহাই একমাত্র কারণ। আজ কাল অনেক চাষার ছেলে খোদানুগ্রহে "বিদ্বান" তৎসঙ্গে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে উন্নীত। তাহারা গোপালন করিতে বা কৃষিকার্য্য করিতে কখনও কি সম্মত হইতে পারেন? বিদ্বানের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, দেশের অবস্থা উন্নত না হইয়া ততই অবনত হইয়া দাঁড়াইতেছে। গোপালনে বীতানুরাগও কৃষিকার্য্যে অনাস্থা দেশের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। দেশে দরিদ্র হইবার যত কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, ইহা অপেক্ষা তাহার কোনটীই সমীচীন নহে। যাহাদের চৌদ্দ পুরুষ কৃষি জীবি, তাহারাও অনেকে এখন গোপালন এবং কৃষি কার্য্যের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এদেশে শিক্ষা কার্য্যের যতই উন্নতি হইতেছে গোবংশের এবং তৎসহ কৃষিকার্য্যের ততই অবনতি হইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি সুসভ্য জন পদে শিক্ষার ফল ঠিক্ ইহার বিপরীত। চাকুরীই যে দেশের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সে দেশের অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী একথা কেনা স্বীকার করিবে? কোন সৌখীন বাবু একটী গাভী প্রতিপালন করিয়াই মনে করেন যে আমি গোকুল রক্ষা করিলাম। দুইটী ইংরেজী বর্ণমালা বা দুইপৎ বাঙ্গালা ভাষা যাহার কণ্ঠস্থ তিনিই গোপালন বা কৃষিকার্য্যকে অতীব ঘৃণিত কার্য্য মনে করেন। এরূপ স্থলে গোবংশের উন্নতির আশা কিরূপে করা যাইতে পারে। তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা নগরের শীতল ত্রিতল

অট্টালিকায় বসিয়া যাঁহারা গোকুল রক্ষার জন্য জাগ্রত স্বপ্ন দেখেন, সভা সমিতিতে বৃথা গলাবাজী করেন, তাহাদের জ্ঞান ও বিবেক শক্তিকে ধন্য। গরু দ্বারা মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, একটী কৃষিকার্য্য দ্বিতীয়টী গোমাংস ভক্ষণ, যেখানে দুইটী গুরুতর স্বার্থ রহিয়াছে, সেখানে জাতির উন্নতির জন্যও তাহাদের চেষ্টা অনেক পরিমাণে বেশী ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আর অধিক দূরে যাইতে হইবেনা। বঙ্গদেশে হিন্দু দিগের অপেক্ষা মুসলমান দিগের গোধন যে অধিক তাহাই এবিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

যাহারা বলেন, গো খাদকদিগের অত্যাচারেই গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কুকুর, বিড়াল. শূকর, শৃগাল ইত্যাদি যে সকল জন্তুর একবার একাধিক সন্তান প্রসব করে, আবার বৎসরে একবার যাহাদের সন্তানোৎপাদন হয়, অথচ যাহারা ভারতবাসী গণের অখাদ্য, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না কেন? গরুত একবারে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে, পক্ষান্তরে উহার মাংস বহুল পরিমাণে ভক্ষিত হয়, অথচ উহাদেরই বা বংশের এত উন্নতি কেন? ইহার অভ্যন্তরে কি কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য নহে? যাঁহারা যুক্তিমার্গ বিচরণ করেণ তাঁহাদের একবার এসব বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কোন কোন বিজ্ঞ-সংবাদ-পত্র সম্পাদক এরূপ প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন যে ভারতের হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ তাঁহাদের অধিকারে গোবধ নিবারণ করিয়া দিলে

সম্পাদকের লিখন-ভঙ্গি দ্বারা আমরা কোন রূপেই সম্পাদককে মুসলমান বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছিনা। বর্ত্তমান বর্ষের আহমদীর ১ম ও ২য় সংখ্যায় "গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, লেখক কে তাহা জানিনা, কিন্তু তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি এরূপ যাহার মনের ভাব; তিনি মুসলমান নহেন। মুসলমান বলিয়া তিনি কোন রূপেই দাওয়া করিতে পারেন না। এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি খোদাতালার সত্য-ধর্ম্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করতঃ নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন। যদি তিনি ইহার প্রমাণ আমাদিগকে দর্শাইতে বলেন, তবে খোদাতাল্লার ফজলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা প্রদর্শণ করিব। আর যদি তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া "তওবা" করিয়া থাকেন, তবে খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি এই গুরুতর অপরাধীন যেন সেই পরম দয়ালু খোদাতালার ক্ষমার পাত্র হন। আর মুসলমান ভ্রাতা দিগকে আমরা বলি যে আপনারা এই প্রবন্ধকে মুসলমানের লিখা বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করিবেন না, এবং তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেননা। লেখকের হৃদয় সৎপথে চালিত হউক ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুণ। আমিন! আমিন!

প্রস্তাব লিখক আহমদীর বন্ধু আপনি যে উচ্চদরের লিখক, বাঙ্গালা ভাষার যে আপনার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করি তাই বলিয়া কি আপনার কলমে যাহাই

আসিবে তাহাই লিখিবেন? অন্যায় কথা আমরা স্বীকার করিতে পারিনা। এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের গোটাকতকথা লিখিতে হইল। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। মহোদয়! আপনি ৫।৬ মাসের যোগাড়ে আবার গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া বিগত ১৫ই পৌষ আহমদী মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনে যে সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক তাহা বেশ প্রকাশ হইয়াছে।

প্রস্তাব লিখক!

আপনি লিখিয়াছেন, "আমার লিখিত প্রস্তাব আহমদীতে প্রকাশ হইলে, "কোন" কোন সহযোগী উক্ত প্রস্তাবটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া গোকুল রক্ষার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সহযোগী উদ্ধৃত করিতে নাপারিয়া আক্ষেপ সহকারে প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছেন।" মহাশয়! যাহা আপনি লিখিয়াছেন যদি উহা সত্য হয়, তবে আপনিও তিনি এক ধর্ম্মাবলম্বী সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "কোন মহোদয় আহমদী সম্পাদককে, অযথা গালিদিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কেহ আহমদী পত্রিকাকেই যাহা ইচ্ছা বলিয়া মনের আবেগ সান্ত্বনা করিয়াছেন।" মহাশয়! এস্‌লামী ধর্ম্ম বিগর্হিত অন্যায় কথা শুনি[illegible] কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে? যাহাদের ইমান আ[illegible] তাহাদের মুসলমানী ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে ভক্তি আছে; তাহারা আহমদী সম্পাদককে ও আপনাকে

গালি না দিয়া থাকিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব ধর্ম্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে ইহা তাহাদের স্বভাব সিদ্ধ; যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "কেহ লেখকের প্রতি সন্দেহ করিয়া হিন্দু সাব্যস্তে কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈফত তলব করিয়াছেন"। মহাশয়! আপনি সত্য বলিয়াছেন. ঐ প্রবন্ধ লিখককে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বই কোন মুসলমান এসলামী ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এতাদৃশ এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত প্রবন্ধ মুসলমানের কলমে কখনি আসিবে না, এবং কোন মুসলমান লিখিতেও সাহসী হইবে না এবারের প্রবন্ধেও আপনে ক্রটী করেন নাই। এমন কি প্রকারান্তরে হিন্দু ধর্ম্মের পিছেও লাগিয়াছেন। গরু জবহ করা যে এস্‌লামী ধর্ম্ম সঙ্গত তাহা অনেকেই পবিত্র কোরাণ শরিফের আএত (প্রবচন) দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে দেখাইয়াছেন, পবিত্র কোরাণ শরিফের দ্বারা যে কথা প্রমাণিত হয়, তাহা মুসলমান মাত্রেরই শিরোধার্য্য, ভরসা করি আপনি ও আপনার বন্ধু ব্যতীত জগতের কোন জাতি কোরাণ শরিফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিতে সাহসী হইবেন না। যাঁহারা মুসলমান হইয়া পবিত্র কোরাণ শরিফের প্রমাণকে ছাই ভস্ম বলিবেন তাঁহারা শরার ব্যবস্থানুসারে যে কাফের ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি বিগত ১৫ই শ্রাবনের প্রবন্ধে এসলামী ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে, এ বিষয় আপনি একটী ছোট খাট দর্প করিয়াছিলেন তজ্জন্যই কোন২ মুসলমান আপন২ দাওয়া কোরাণাদী দ্বারায় সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং আপনাকে তৌবা করার কথা বলিয়াছেন যদি সেই প্রমাণ আপনার নিকট এসলামী ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা হয়, তবে আপনি এসলামী শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে তাঁহারা উহা অবশ্য স্বাদরে গ্রহণ করিবে, সত্য প্রকাশ হয় এই তাহাদের ইচ্ছা। শুনিতে পাইলাম, আপনিনাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ পড়িয়া রাগান্ধ হইয়া উহার উত্তর লিখার কারণ কলিকাতা পদার্পন করিয়াছিলেন এবং অনেক মৌলবী সাহেবের নিকট নাকিগরু জবহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া নিরাশ হইয়া বিরু সম্বলে পুনঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘ কালের পর আবার আপনার লিখা ধর্ম্ম বিগর্হিত দ্বিতীয় একটী প্রবন্ধ বিগত ১৫ই পৌষের আহমদীতে দেখিতে পাইলাম। উহা দৃষ্টে আমার শিশুকালের একটী গল্প স্মরণ হইল দেখুনত ন্যায়-সঙ্গত কিনা? উহা এই—কোন পথের ধারে হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ এক ব্যক্তি বাহ্যে বসিয়া খিরা খাইতেছিল। ঐ পথ দিয়া একটী চিকিৎসক যাইতে ছিলেন তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন ভাই! বাহ্য কালে কিছু খাইতে নাই। সে ব্যক্তি উহা শুনিয়া রাগান্ধ হইয়া বলিল, তুই এত বড় শক্ত কথা বলিলি দেখ আমি গু দিয়া খিরা খাইব, পরে তাহাই করিল।

চিকিৎসক তাহাকে পাগল বিবেচনা করিয়া তাহারচিকিৎ-
সায় প্রবৃত্ত হইলেন

প্রস্তাব লিখক আখবারে এস্লামীয়া আহামদী সম্পা-
দককে লিখিয়াছিলেন আপনার বন্ধু যিনি গোকুল নির্ম্মূল
আশঙ্কা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহার নাম কি জানিতে ইচ্ছা
করি। তিনি তাঁহার কিছুই উত্তর দেন নাই; তদুত্তরে
আপনি বলিতেছেন "সকলেরই জানা আবশ্যক যে প্রস্তাব
লিখক ও সম্পাদক বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন আকৃতি।"
মহাশয় চটীয়া উঠিবেন না, ভাল বলুন দেখি যদি আপনার
কোন বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভ্রাতঃ! আপনার
ভ্রাতার নাম কি? যদি আপনি তাহার উত্তর না দেন আর
আপনার ভ্রাতা বলেন আমি আর আমার ভ্রাতা বাস্তবিকই
ভিন্ন শরীর ভিন্ন আকৃতি। তবে এই উত্তর ন্যায় সঙ্গত
কিনা? এবং বক্তার গালে আপনি দুটা চর মারিবে কিনা?
আহমদী সম্পাদক যে আপনার নাম লুকাইয়া রাখিতে
ইচ্ছা করেন, চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে বাসনা করেন,
উহাতে তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। লোকে বলে
হাত ছোট আম্র বড় প্রমাদের কথা, সে দিন কথায়
কথায় গোকুলনির্ম্মূল সম্বন্ধে প্রস্তাব উঠিল, তাহাতে আমা-
দের জনৈক বন্ধু বলিলেন আপনারা কি আহমদী সম্পাদকের
বন্ধুকে চিনেন? যিনি গোকুল নির্ম্মূল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি-
য়াছেন। আমরা বলিলাম—না। তিনি কহিলেন সেই
প্রবন্ধলেখক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই অঞ্চলে

আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভাল রূপ চিনি :—তিনি একটী হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ ব্যক্তি যদি আহমদী সম্পাদক বেড়ে আড়াই ফুট হন তবে তিনি অন্যূন পাচ ফুট হইবেন। যদি সম্প্রাপক দীর্ঘে তিন ফুট হন তবে তিনি অন্যূন চারি ফুট হইবেন। কিন্তু নাম বলিলেন না। মহাশয়! ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া কেনই বা মেয়েলোকের মত লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? এমন প্রবন্ধ লিখকের জীবনে ধিক নাদিয়া কেথাকিতে পারিবে?

প্রস্তব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "আহমদী সম্পাদকও পাকা মুসলমান" তিনি যে পাকা মুসলমান তাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পাকা মুসলমানের ঔরষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শুনিয়াছি তিনি নাকি আহমদী প্রকাশের পূর্ব্বে কতক দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যাইতেন। মৎস্য মাংস ছাড়িয়াছিলেন, নমাজ পড়িতেন না। পরে মুসলমান সমাজে তিনি ঘৃণিত হওয়াতেই হউক কি মনের ইচ্ছাতেই হউক কি মুসলমান সমাজে চলাচল করা জন্তই হউক কি মৎস্য মাংস পুনঃরুচি বশতই হউক ঐ ধর্ম্ম ছাড়িয়া ছিলেন বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহমদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, যাহার উত্তর আখবারে এসলামীয়াতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আপনার ও পাঠকগণের নিকট অপ্রকাশ নাই। এমন ব্যক্তি যদি পাকা মুসলমান হয়, তবে বলুন জগতে কাফের কে? এইক্ষণ শুনিতে পাই আহমদী সম্পাদক নাকি নমাজ ছাড়িয়াছেন। কয়েক দিবস হইল কলিকাতা অঞ্চল হইতে

একটী হিন্দুধর্ম্ম করটীয়া জমিদার বাটীতে আসিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে জমিদার বাটিতে একটী সভা আহুত হয়। সে সভায় আহমদী সম্পাদকের আগমন হয়। মুসলমানগণ সভা হইতে উঠিয়া আছরের নমাজ পড়িতে গেলেন, আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ন্যায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "মন স্বাধীন, লিখনিও স্বাধীন, কিন্তু বাধা অনেক, আশঙ্কা অনেক"। মহাত্মন! যদি কেহ কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তবে ঐ কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইলে যদি কোন প্রতিবন্ধক হওয়া কারণ সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে নাপারে তবে সেই প্রতিবন্ধককে বাধা বলে। কোন ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে নাপারিলে তাহাকে আশঙ্কা বলে। ভরসা করি ইহা আপনারও স্বীকার্য্য। যদি কেহ বাধা ভয় না মানে মন স্বাধীন বিবেচনায় মনে যাহা লয় তাহাই করে, তাহাই বলে, তাহাই লিখে, তাহা হইলে পাগল বই তাহাকে কি বলা যাইতে পারে। অতএব মনে যে কথা উদয় হয় ঐ কথা সংসারিক উপকারী কি অনুপকারী হিত কি অহিত ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ প্রথম বুদ্ধির বিচারালয় উপস্থিত করিবে। যদি বুদ্ধির বিচারে সে কথা অসঙ্গত হয়, তবে তাহা কখনই করিতে নাই। যদি সঙ্গত হয়, তবে ঐ কথা দ্বিতীয়বার ধর্ম্মের বিচালয়ে উপস্থিত করিবে। ধর্ম্মের বিচারে যদি উহা অসঙ্গত হয় তবে উহা পরিত্যজ্য, সঙ্গত হইলে তমনি সে কথা জীবনে পরিনত

করিবে। যিনি প্রথম বিচারের অন্যথা করিবেন, তাঁহাকে পাগল বই কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে? যিনি দ্বিতীয় বিচারের অন্যথা করিবেন, তিনি কথা বিশেষে কাজ বিশেষে পাপী বিধর্ম্মী কাফের বলিয়া অভিহিত হইবেন। এইরূপ আপনার মন কিরূপ স্বাধীন জানিতে ইচ্ছা করি।

গোমাংস।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "খাদ্য, অখাদ্য, সুখাদ্য,"। আপনি এই রূপে ক্রমশঃ যে খাদ্য দ্রব্যের বিভাগ করিয়াছেন। গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহাতে আপনার মোটা ভুল হইয়াছে কি না? আমরা বলি সাধারণ খাদ্য, সাধারণ অখাদ্য,। যাহা খাওয়া যাইতে পারে তাহা সাধারণ খাদ্য। যাহা খাওয়া যাইতে নাপারে তাহা সাধারণ অখাদ্য সাধারণ খাদ্য দুই ভাবে বিভক্ত, খাদ্য অখাদ্য ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা খাওয়া সিদ্ধ তাহাই খাদ্য। যাহা খাওয়া অসিদ্ধ তাহা অখাদ্য। আবার ঐ খাদ্য দ্রব্য দুই ভাগে বিভক্ত। সুখাদ্য ও কুখাদ্য। সুস্থাবস্থায় যাহা খাইলে শরীরের উপকার ব্যতীত অপকার না জন্মে, তাহাই সুখাদ্য। যাহা খাইলে শরীরের অপকার বই উপকার না জন্মে, তাহাই কুখাদ্য। মহোদয়! জগতের সকল সভ্য জাতিই এক একটি ধর্ম্ম রজ্জুতে আবদ্ধ আছেন। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মানুসারে খাদ্যাখাদ্যের মত ঠিক করিয়া লন। তাহাতে কাহারও কথা চলে না। কাহারও তর্ক চলে না। অতএব যখন

আমাদের পবিত্র কোরাণ শরিফে গোমাংস সেবনেরও গরু কোরবানী করনের বিধি স্পষ্ট লিখিত আছে। তখন গোমাংস যে আমাদের খাদ্য ইহা অভ্রান্ত মনে বিশ্বাস করিয়া গোমাংস সেবন করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহা কখন বা সুখাদ্য কখন বা কুখাদ্যে পরিণত হয়। আহমদী সম্পাদক যেরূপ শীর্ণদেহ ক্ষীণকায় তাঁহার মত লোকের পক্ষে গোমাংস সেবন করা আবশ্য কুখাদ্যের মধ্যে পরিনত হইবে। তাই বলিয়া কি পবিত্র কোরাণ শরিফের বিধি উড়িয়া যাইবে?

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন "এইক্ষণে কথা এই যে দেশ, কাল, পাত্র বিবচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" মহাশয় দেখা যাউক আপনার এই যুক্তি কতদূর ন্যায় সঙ্গত! দেশ বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য হয়, তবে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণ যখন শীত প্রধান দেশ ইউরোপে গমন করিবেন তখন তাঁহাদের শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। আবার যখন শীত প্রধান দেশ বাসী ইউরোপীয় মহাপুরুষগণ ভারতে আগমন করিবেন তখন তাঁহাদের চাল, ডাল, কাচকলা ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। এই যুক্তিটী ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপীয় মহাপুরুষগণের পক্ষে মন্দ হয় নাই।

২। কেবল কাল বিবচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীত কালে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের শরাব, শূকর, গোমাংস সেবন করা কর্ত্তব্য। আবার গ্রীষ্ম কালে উহাদের উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হইবে।

প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের যে আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৩। কেবল পাত্র বিবচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থাকরা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যাহারা আহমদী সম্পাদকের ন্যায় দুর্ব্বল ক্ষীণ কায় তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস না খাওয়া কর্ত্তব্য। আবার ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহার হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া যে ভারতের হিন্দু মুসলমানের আলিঙ্গনের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ কি? ধন্য তাঁহার যুক্তিশক্তি। যদি বলুন দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মীমাংসা না করিয়া একত্র মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। মানিলাম তাহা হইলেও তাহার ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে ভারত বর্ষের হিন্দু মুসলমানগণ ইউরোপে গেলে তাঁহাদের মধ্যে, ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা দুর্ব্বল যাহাদের পরিপাক শক্তি নিস্তেজ তাহাদের ব্যতিত সকলেরই শরাব শূকর গো মাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। আবার ইউরোপ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন তাঁহাদের ও ভারতের হিন্দু মোসলমানগণ মধ্যে শীত কালে যাহারা শক্তি হীন যাঁহাদের পরিপাক শক্তি অতি কম, তাঁহাদের ব্যতীত সমস্তেরই শরাব শূকর গোমাংস ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক হইবে। এরূপ যুক্তিটিও ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগনের পক্ষে মন্দ হয় না।

আমরা বলি যাহার যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মানুসারে প্রথম তাহার

খাদ্যের জিনিস সকল নির্ণয় করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পরে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ঐ সকল জিনিস মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে দেশে যে সময় যাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাই তাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাই তাহাদের সেব্য যাহা অপকারী তাহাই অসেব্য।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন। যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য এত লালায়িত। এক টুকরা গো মাংসের জন্য এত জেদ এত প্রতিবাদ ধর্ম্মত বলুনত প্রতিদিন দু বেলা কি তাহা খাইয়া থাকেন? প্রতি সন্ধ্যা কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন? না প্রতি সন্ধাতে গোমাংস ব্যঞ্জনে অন্ন রঞ্জিত করিয়া থাকেন? না সপ্তাহে দুদিন কি এক দিন গোমাংসে স্বাদে রসনা পরিতৃপ্ত করেন? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন? ধর্ম্মের দোহাই মিথ্যা বলিবেন না। মহাশয়! কোন মৌলবী সাহেবের গোমাংসের জন্য লালায়িত নহেন, গোমাংসের জেদে প্রতিবাদও করেন না, প্রতিদিন প্রতিসন্ধ্যা তাঁহারা যে গোমাংস খাইয়া থাকেন একথা কোন মৌলবীসাহেব লিখেন নাই ও বলেন নাই। গোমাংস বলিয়া কথাকি আপনিধর্ম্মত বলুনত আজ যে যে ব্যঞ্জনে অন্ন রঞ্জিত করিয়াছেন, প্রতিদিন কি প্রতি সন্ধায় তাহা কি খাইয়া থাকেন? কখনই নয়। বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখুন তাহাতে আপনি কত ধর্ম্ম বিগর্হিত কথালিখিয়াছেন, সে কথা কি দুমাস ছমাসেই ভুলিয়াছেন? মহামান্ত পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা আদেশ করিয়াছেন, "তোমরা গোমাংস সেবন

কর"। আপনি লিখিয়াছেন, "আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত নাহই"। তজ্জন্যই মৌলবীগণ আপনার প্রতি কাফেরের ফতওয়া দিয়াছেন। আপনি ধর্ম্মত বলুনত কখনও গোমাংসের ব্যঞ্জনে আপনার অন্ন রঞ্জিত হইয়াছে কিনা? গোমাংসের সুরুয়া ঢালিয়া লইয়াছেন কিনা? বাটী ভরা গোমংস নাপাইলে ক্রোধে জ্বলিয়া ছারখার হইয়াছেন কিনা? এখনও মধ্যে২ চুপে চুপে গোমাংসের বাটী ছামনে গমনাগমন করে কিনা? যাহারা ২০। ৩০ বৎসর গোমাংস সেবন করিয়া প্রকাশ্যে গোমাংসের নিন্দা করে তাহাদিগকে ধিক শতধিক।

মৌলবী সাহেবগণ বলেন, পবিত্র কোরাণ শরিফের ব্যবস্থানুসারে গোমাংস সেবন করা মুসলমানের পক্ষে হালাল। কোরবাণি করাও হালাল। গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক উপকার হয় তাহার খাওয়ায় বাধা নাই, নাখাইলেও পাপ নাই, আবার গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক অপকার হয়, তাহার নাখাওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু গোমাংস ও কোরবাণীকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত। যিনি মুসলমান হইয়া উহা হালাল না জানেন তিনি কাফেরের মধ্যে পরিগণিত, এই এস্‌লামী ধর্ম্মের সার ব্যবস্থা।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্যও সহজে ঘটে না জোর জবরবান ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেকে না।" মহাশয় যিনি কেবলআপনার এইমন্ত্রে দিক্ষীত, তিনি নাস্তিক। যাহারা নাস্তিক তাহারা এস্‌লামীয়া

ধর্ম্মানুসারে কাফের। তাহারা কখনই মুসলমান বলিয়া গণনীয় নহে। আপনার এই মন্ত্রটি যদি কেহ কাহার পরিবার বর্গকে শিখাইয়া দেয়, এবং বলিয়া দেয় যে তোমাদের স্বভাবে যাহা লয় তাহাই কর কোন বাধা বিঘ্ন মানিও না। তবে তাহার বাটীতে অনতি বিলম্বে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কিনা? আবার যাহারা ঐ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন যদি তাহারা তাহাদের পরিবারকে পিঞ্জর পাখীর ন্যায় অবদ্ধ রাখেন তবে তাহাদের প্রকৃতির আদেশ ভঙ্গ হয় কিনা?

প্রস্তাব লিখক। যাহারা গোমাংস সেবন করে তাহারাত আপনার কথানুসারে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। মানিলাম! ভাল বলুন দেখি যাহারা গোবংস গুলাকে জবরদাস্ত ক্রমে বাঁদিয়া রাখিয়া তাহাদের জীবিকা কাড়িয়া খায়, তাহারা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে কিনা? আফসোস্! খোদরা ফজিহত। দগররা নছিহত।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন। "যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্য করুণাময় ভগবান অপর্য্যাপ্ত রূপে তাহা দান করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই কথা স্বীকার্য্য। সেই জন্যই ভারতে মুসলমানগণ গরু খাইয়া থাকেন। কেননা খোদাতালা ভারতে অপর্য্যাপ্ত রূপে গরু সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন প্রায় সহস্র বৎসরাবধি মুসলমানগণ গরু খাওয়া সত্বেও ভারতে গরুর কোন অংশেই ন্যূনতা নাই। যে দিগেই চাওয়া যায় সেই দিগেই শত শত গরু দৃষ্টি গোচর হয়। অতএব এদেশে গরু খাওয়া যে খোদাতালার অভিপ্রায়

তাহা আপনার লিখাই প্রমাণ করিতেছে। যাহারা গরু খাওয়া নিষেধ করেন তাহারা খোদাতালার অভি প্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। নউজ বেল্লা মেন্হা

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "আর চাই কি? দশটী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকের পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয় জন হিন্দু আর কয় জন মুসলমান?" মহাশয়! আমরা বোধ করি মুসলমানের সখ্যা অধিক হইবেক না। গোমাংসের গুণ অধিক কি দেখাইব, ভাল আপনি দশ জন পুরুষত্বহানি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখুন, তন্মধ্যে কয় জন হিন্দু কয় জন মুসলমান। পিত্তশূল পীড়িত দশজন লোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। দশজন গৃহিনী রোগাক্রান্ত মেয়েলোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয় জন হিন্দু ও কয়জন মুসলমান। অতএব হালালী বস্তুর অসীম গুণ। ভরসা করি যাহার উদরে মোরগের রাণ গোমাংসের শুরুয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে সে এ ভবে ভুলিবার নয়।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন "ভ্রতঃগণ! সেই হাকীমানের বস্তু বিচার গ্রন্থে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, যদি মূর্খতা দোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে, তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।" মহাশয় এই লিখানুসারে ইউনানি হেকিমী বিদ্যায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম আপনি হিকিমী ও ডাক্তরী মতানুসারে গোমাংসের গুণাগুণ ও দুগ্ধের গুণ

গুণ আগামী বারে আহ্‌মদীতে প্রকাশ করুন। এবং তাহা কোন কেতাবের কত অধ্যায় লিখিত আছে তাহা লিখিয়া দেউন, তৎপর যাহাদিগকে আপনি মূর্খ বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ দর্প করিয়াছেন তাহাদের কথা পরে শুনিবেন।

পাঠক! প্রস্তাব বিথকের প্রবন্ধটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ঐসম্বন্ধে আপনাদের মতামত লিখিবেন, আগামীতে আখবারে প্রকাশ হইবে।

(প্রতিবাদ সমাপ্ত)

পরিশেষে লিখকের কয়েকটি কথা

১। প্রতিবাদকারী মহাশয়গণ; লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়, আহ্‌মদী সম্পাদক নিকট তলব করায় সম্পাদকের অনুরোধে; লিখক পরিচয় দিতেছে।

২। আখবারে এস্‌লামীয়া সম্পাদক, লিখকের পরিচয় আভাসে " সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া, এদেশে আসা " যে লিখিয়াছেন, তাহা নহে। অদৃষ্টের চক্রে এবং অন্ন-জলের আকর্ষণে সামান্য দাসত্ব স্বীকারে, গৌরী, পদ্মা, জমুনা, পার হইয়া সপরিবারে, এ অঞ্চলে আসিয়াছে। নিবাস —বঙ্গরাজ্য মধ্যস্থিত, বিখ্যাত নদীয়া জেলার অন্তঃর্গত সাবডিবিজান কুষ্টীয়ার অতি নিকট সামান্য পল্লি লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মস্থান,—বৎসামান্য বাস কুটীর বর্ত্তমান।

৩। এস্‌লামীয়া-সম্পাদক ও তাঁহার বহুরূপি বন্ধু, যিনি

কখনও মৌলবী, মূহুর্ত্তপরেই মুন্সী, চার পাঁচ ছত্র পরেই আবার সুফি-পরিচয় দিয়া লিখককে, কাফের সাব্যস্ত করিয়াছেন, মুরব্বির আনা মতে "তওবা" করিবারও উপদেশ দিয়াছেন।

৪। টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী এবং নেকাহ তালাকের সাক্ষী গোপাল মৌলবী সুলতান আহাম্মদ সাহেব, বিগত ২রা ভাদ্র শুক্রবার দিবা দ্বিপ্রহর তিনটার সময়, সাব্ ডিপুটী মৌলবী সফীউদ্দীন সাহেবের বাসাবাটীস্থ কয়েক সপ্তাহস্থিত, মোসল্মান ধর্ম্মসভার সভ্যগণ সম্মুখে, গোকুল নির্ম্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া, লিখককে "কাফের" এবং স্ত্রী "হারাম" হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উপস্থিত সভ্যগণকে বুঝাইয়া স্বমত ব্যক্ত করেন। আরও বলেন যে, "যদি কোন মোসল্মান ঐ প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তবে তিনি "তওবা" করুন"। সে সময় লিখকের নাম অপ্রকাশ। কিন্তু লিখক সে ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত। কিন্তু কোন বাদ প্রতিবাদ করে নাই।—মাত্র বলিয়াছিল বিষয়টি বড়ই গুরুতর, বিবেচনা করিয়া আপনার এইমত প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। অবশ্যই প্রস্তাব লিখকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৫। এইক্ষণে লিখক এস্লামীয়া-সম্পাদক মৌলবী নইমদ্দিন ও তাঁহার বহুরূপীবন্ধু এবং অবৈতনিক কাজী সুলতান আহাম্মদ খাঁ সাহেবকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাঁহারা গো-জীবনের কোন২ প্রস্তাবের, কোন২ শব্দে লিখককে কাফের ও তাঁহার

স্ত্রী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই২ স্থানের সেই২ শব্দ বা উক্তি বিশেষ রূপে নিদৃষ্ট করিয়া অদ্য হইতে ত্রিশ দিন মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন। এবং এক খণ্ড এস্লামিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করুন।

৬। সুবিজ্ঞ মোসল্মান ভ্রাতাগণ! গো-জীবনের আদি-অন্ত মন সংযোগে পাঠ করিয়া কোফরে কালামের পদগুলি নির্ণয় করত প্রকাশ করিয়া লিখককে চির কৃতজ্ঞতাপাসে আবদ্ধ করুন। ইহাই লিখকের সানুনয়ে প্রার্থনা।

৭। "কাফের" ও "স্ত্রী-হারাম" দুইটি কথা যেমনই হৃদয় বিদারক, তেমনি ভয়ানক। লিখকের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। যথার্থ মোসল্মান ভিন্ন সে আঘাতের বেদনা, অন্য কোন সম্প্রদায় অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রী-বর্জ্জিত—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এ বেদনা এ-যাতনা স্ত্রী-প্রিয়-জন মাত্রেই-সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

৮। ঘোড়াশাল স্কুলের ১ম শিক্ষক মহাশয় প্রতিবাদ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ৫ম ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আখবারে এস্লামীয়া মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, "গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রস্তাবের প্রতিবাদ আহ্‌মদী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য পাঠান হইয়াছিল, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করেন নাই।" যদিও এক্ষেত্রে সম্পাদক নীরব। কিন্তু লিখক

বলিতেছে, এবং চক্ষে অঙ্গুলিদিয়া দেখাইয়া দিতেছে ১৫ই আশ্বিন ৫ম সংখ্যার আহমদী দৃষ্টি করুণ।—ভ্রম দূর হইবে। শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ লিখক বিশেষ মনোসংযোগের সহিত পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিল, গো-জীবন মুদ্রাঙ্কন সময়েও পাঠ করিয়াছে—গৃহিত প্রতিবাদ হইতে তাহাতে বিশেষ কোন নূতন কথা নাই বলিয়া গো-জীবনে গৃহিত হইল না। শিক্ষক মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

৯। দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন, শীঘ্রই আরবি, ফারসী, উর্দ্দু, এবং হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্রধাম মক্কা মোয়াজ্জমায়, পুণ্য ক্ষেত্র বোগদাদে, মোসল্মান রাজ প্রধান প্রদেশ তুরকে, হায়দারাবাদে, টোঁকে, দিল্লিতে, এবং আজমীর শরিফে, প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান২ মৌলবী মৌলানা, মহামতীগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বরে হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই লিখকের রক্ষক। সেই অদ্বিতীয় জগতনিধান জগতপতী জগদীশ্বরই লিখকের আশ্রয়।

১২৯৫ সন
২৫শে ফাল্গুণ

গো-জীবন লিখক
মশার্‌রফ হোসেন
নিবাস লাহিনীপাড়া, কুষ্টীয়া
। টাঙ্গাইল।

ENTERTAINING LESSONS

IN

SCIENCE AND LITERATURE.

PART III.

Twenty-third Edition.

চারুপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

ত্রয়োবিংশবার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত য

শকাব্দা ১৮১১।

PRINTED BY AKSHAYAKUMAR GHOSE,
AT THE "NEW SANSKRIT PRESS,"
7, SHIBKRISTO DAWN'S LANE, JORASANKO,
AND
PUBLISHED BY THE "SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.
148, BARANASI GHOSH'S STREET,
CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন

নূতন গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, আমার পূর্ব্ব-লিখিত প্রস্তাব সমুদায় সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবারও সামর্থ্য নাই। কোন কোন পরমাত্মীয় ভদ্র ব্যক্তি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ খানি মুদ্রিত করিয়া তুলিলেন, তাহাতেই ইহা মুদ্রিত হইয়া উঠিল। এদেশীয় বিদ্যালয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যেমন কৃপা করিয়া চারুপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ স্ব স্ব বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিলেন, তৃতীয় ভাগ খানিও সেইরূপ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত

২২ আষাঢ়।

১৭৮১ শক।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

/.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।